

প্রার্থীরা বহিরাগে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। পশ্চিমবঙ্গে দলবদলের সময়ে নামী প্রেরারকে 'তুলে' নেওয়ার চল ছিল, এক দলের সাথে কথা হলেও আরেক দল সেই প্রেরারকেই হয়াত 'তুলে' নিয়ে নিভৃতবাসে আটকে রাখতেন, একেবারে 'সই' করিয়ে তবে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হত। আর মনোনয়ন প্রত্যাহারের 'সই' না করার জন্য কার্যত তৃণমূল আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের নিজেদের প্রার্থীদের নিয়ে একই কৌশল নিয়েছে। পুর নিগমের একম প্রার্থীর পাঁচজনকে বাদ দিয়ে বাকিদের রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে তৃণমূল, হুমকি, ভয়-ভীতি, আক্রমণের চাপে যেন কেউ নিজেকে ভোটের লড়াই থেকে তুলে না নেন। উত্তরবঙ্গের বিলাসবহুল অভিখিশালায় তাদের থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। পুর এলাগতে বিমানে নয়, সড়ক পথে তারা উত্তরবঙ্গে পাড়ি দিয়েছেন। হুমকির মুখে বামেদের অন্তত দুইজন প্রার্থী এখন পর্যন্ত সরে দাঁড়িয়েছেন বলে খবর। সেই একই ব্যাপার যেন না হয়, তাই প্রার্থীদের সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই এক প্রার্থীর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। প্রার্থীরাও ভয় পাচ্ছেন। ফলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় এমন বিষয় এই প্রথম।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্বর্ণিম বিজয় মশাল



প্রেস রিলিজ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভারতের বিশেষ অবদান রয়েছে। এজন্য ভারতের অনেক বীর সেনা জওয়ানকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত স্বর্ণিম বিজয় মশাল স্বাগত সমারোহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একধা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

রাষ্ট্রহিতে আত্মোৎসর্গ করেছেন এমন বীর সেনাদের পরিবার এবং দেশমাতৃকার সেবায় অসামান্য অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজনকে এই অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আক্রমণের নিশানা থেকে আগরতলা শহর রক্ষায় আত্মবলিদান করেছিলেন ল্যান্স নায়েক এলবার্ট একা। মরণোত্তর পরমবীর চক্র সম্মানে ভূষিত এলবার্ট একার পুত্রকেও শনিবারের

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। এই বীর সন্তানের পরিবারকে সম্মাননা স্বরূপ এক লক্ষ টাকার অর্থশি প্রদানের ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের গৌরবময় বিজয় স্মরণ স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে নয়াদিল্লি থেকে সূচনা হওয়া স্বর্ণিম বিজয় মশালকে রাজ্যে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, এলবার্ট একার নামাঙ্কিত পার্কটির আধুনিকীকরণের

পৃষ্ঠা ৬



বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প বন্ধ কেন্দ্রে

কোভিড ওয়ার্ডে ভয়াবহ
অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত ১১

পাল্টে যেতে
পারে পুরীর নাম!

ক্রমাগত হুমকি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। কোথাও হুমকি-ধমকির ফলে মনোনয়নপত্রই দাখিল করেনি সিপিএম। কোথাও মনোনয়নপত্র দাখিল করেও শাস্তি নেই। প্রতিনিয়ত আসছে হুমকি ফোন। হয় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, নয় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকা। কোনও কোনও জায়গায় প্রার্থীপদ প্রত্যাহার না করলে সন্তান অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ারও হুমকি। পুর ও নগর ভোটকে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতি চলছে রাজ্যে। সিপিএম-র ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, এটাই যদি নির্বাচনি পদ্ধতি হয়, শাসক দলের এমন ভূমিকার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিজেপি'র ভাবনায় কমিউনিস্টরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। দিন বদলেছে। কমিউনিস্টরাও এখন শ্রদ্ধ-শাস্তি, পিণ্ডদান, অস্থি বিসর্জন এগুলোতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। হয়তো-বা কমিউনিস্টরাও বুকে গিয়েছে কল্লনা নয়, বাস্তবে ফিরলে তবেই সংগঠনকে দাঁড় করাণো যাবে। অন্যথায় একের পর এক রাজ্যে শুধু দুর্গ পতনের বিদায় ঘণ্টাই শুনেতে হবে। মূলত সে কারণেই কৃষকের অস্থির হাঁড়ি নিয়ে এবার রাজ্যজুড়ে চক্র কটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। বলা ভালো সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা ২০১৭ সালে রাজ্যে অস্থি রাজনীতি শুরু করেছিলো বিজেপি। গভাছড়ার

উত্তরজনার শীর্ষ মাত্রা ছুঁয়েছিলো। ধর্ম আর বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে বিজেপি সেই সময় যে ফল পেয়েছিলো এবার বুঝা গিয়েছে সিপিএমেরও সেই সময় তা মনে ধরেছিলো। তারাও চেয়েছিলো সময় এবং সুযোগ মতো অস্থি

চালিয়ে দিয়েছিলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পুত্র। সেই ঘটনায় নিহত কৃষকদের অস্থির কলসি এবার পাতিল বন্দি হয়ে রাজ্যেও এলো সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার ব্যানারের মূলত সিপিএমের কাছে লাল কাপড়ে মুখ বেঁধে রাজ্যের চটি



রাজনীতির সুযোগ যেন তারাও পায়। অবশেষে বামেদের হাতেও এলো অস্থি রাজনীতির সুযোগ। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর সহ বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলন চলছিল। তিনটি কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আর লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের উপর গাড়ি

জেলায় যাবে চটি পাতিল। সেখানে এই পাতিল নিয়ে মিছিল-মিটিং-সমাবেশ হবে। তবেই তা বিসর্জিত হবে। এদিন কৃষক সভার হাতে সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার ব্যানারে এই অস্থির কলসি দেখে কমিউনিস্টদের অনেকেও ভিরমি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কমিশনকে কড়া প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরার দক্ষিণ থেকে উত্তর, প্রতিদিন পুলিশে অভিযোগ দাখিল করছেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিরোধী দলের প্রার্থীরা। তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট হচ্ছে, প্রার্থীর বাবাকে অপহরণ করা, স্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে অঙ্গনওয়াড়ির কাজে ইস্তফার কাগজে সই করিয়ে নেওয়া, ছেলেকে খুন করে ফেলার হুমকি, ইত্যাদি, মারাত্মক এইসব অভিযোগের তালিকা লম্বা। বিরোধী সিপিআই(এম) প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে, অবাধ ও শাস্তি পূর্ণ নির্বাচন করার যে প্রতিশ্রুতি কমিশন দিয়েছিল, তার নমুনা কি এই? দক্ষিণে সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেস, দুই দলের পক্ষেই পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। বিলোনিয়ার বরজ কলোনিতে পরিচিত বিজেপি'র দুস্কৃতিকারীরা বিলোনিয়া পুর পরিষদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশ মাঠের বাজি উৎসবে চোখ গেলো শুভজ্যোতির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। শৈশব থেকে বহুবার বাড়িতে বাজি ফাটানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে ছেলেটির। কখনো তারা বাজি তো কখনো আবার তুবড়িতে নিজের শৈশবের আনন্ডকে খুঁজে পেয়েছে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র শুভজ্যোতি চক্রবর্তী। আর এই বাজি ফাটানোর ঘটনাই শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়া শুভজ্যোতির জীবনকে আলো-আঁধারের ছায়ায় ঢেকে দিলো। আশঙ্কা যদি সত্যি হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি কোনও অলৌকিক নিদর্শন না রাখতে পারে, তাহলে খুব

চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করুক দফতর, দাবি সর্বত্র



অচিরেই নিজের একটি চোখ চিরতরে হারাতে বসেছে শুভজ্যোতি। তার অপরাধ একটাই, আনন্দের উড়োজাহাজে ভেসে সে কালীপুজোর পরে শহরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড তথা ড্রাগোচ্চিভ রিজার্ভ মাঠে বাজি পোড়ানো দেখতে এসেছিলেন। আচমকই পুলিশ কর্মীদের বাজি পোড়ানোর বিষয়টি দেবরত চক্রবর্তীর পরিবারে শোকের ভয়াবহতা নামিয়ে এনেছে। শুভজ্যোতির বাবা দেবরতবাবু পেশায় গাড়ি চালক। নামিয়ে এনেছে। শুভজ্যোতির বাবা দেবরতবাবু পেশায় গাড়ি চালক। মা গৃহিণী। ছেলেকে বাজি পোড়ানোর আয়োজন দেখাতে পাঠিয়ে, এখন নিজের কপাল চাপড়াচ্ছেন শুভজ্যোতির মা। হাউ হাউ করে কাদছেন আর বলছেন — ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কেলেঙ্কারির ঘটনায় রঞ্জিত পুত্রকে বরখাস্ত, মামলা, কমলপুরে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ নভেম্বর।। সিপিএম আমল না হয় ঠিক আছে। ভরপুর বিজেপি আমলে প্রায় সাড়ে তিন বছর পর্যন্তও কিভাবে চা-বাগান দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছিলেন মন্তব্যে সিপিএম নেতার পুত্র — তা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে সর্বত্র। প্রশ্ন উঠছে, কারা তাহলে এই নেতা-পুত্রের আশ্রয়দাতা এবং প্রশ্রয়দাতা ছিলেন। কমরেড পুত্রের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্তির অংকটাই বা কি? নইলে এতদিন ধরে কমলপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতা রঞ্জিত ঘোষের ছোট ছেলে রাখল ঘোষ দুর্গা চৌমুহনি রকের দাঁড়াং চা-বাগান সমবায় সমিতি এবং মায়াজড়ি চা সমবায় সমিতির ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন কিভাবে? তার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে অভিট। যে কারণে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা সহ তাকে চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে এই দুটি চা-বাগানের ম্যানেজার হিসেবে রাখল ঘোষ কর্মরত থাকলেও এবং চুটিয়ে অর্থ লোপাট থাকলেও (অন্তত চুটিয়ে রিপোর্ট করেলেও) এতদিন ধরেই জালে ফেঁসে গিয়েছেন ম্যানেজার রাখল ঘোষ। এরপরই তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, বাম আমলে রঞ্জিত ঘোষ তার পুত্রবধূ অর্থাৎ রাখল ঘোষের

নেতারাও বিষয়টি টের পাননি। নাকি সমস্ত কিছুই জেনেবুঝে রাখল ঘোষের মাথায় কাঁঠাল রেখে তা খেয়েছেন বিজেপি নেতারাও? নইলে এতদিন ধরে রাখল ঘোষের মতো নেতা পুত্র কিভাবে দুটি বাগানের ম্যানেজার হিসেবে থাকেন এবং চুটিয়ে দুর্নীতি করার সাহস পান? অভিযোগ, এই

স্ত্রীকেও সরকারি চাকরি দিয়েছেন। আর শিল্প দফতরের আধিকারিকদের বাগে এনে নিজের পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন দুই দুটো চা বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্ব। যেখানে থেকে তিনি চুটিয়ে দুর্নীতি করে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু বাম আমলে তার বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতো এমন কেউই



কেলেঙ্কারির পেছনে বিজেপির বহু নেতারাও যুক্ত রয়েছেন। যাদের অভয়ের কারণেই হয়তো-বা রাখল ঘোষ লক্ষ লক্ষ টাকা হাঙ্গাম করার সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু অভিট রিপোর্ট সামনে আসতেই জালে ফেঁসে গিয়েছেন ম্যানেজার রাখল ঘোষ। এরপরই তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, বাম আমলে রঞ্জিত ঘোষ তার পুত্রবধূ অর্থাৎ রাখল ঘোষের

পরিদর্শনে বেরিয়েই শিক্ষা অধিকর্তার চক্ষু চড়কগাছ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব কতদূর হয়েছে আর সাধনা প্রেরণায় ছাত্রছাত্রীদের মানদণ্ড তুলে ধরতে শিক্ষা প্রশাসকরাই বা কতদূর এগোতে পেরেছেন তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ময়দানে নেমেই চক্ষু চড়কগাছ শিক্ষা অধিকর্তার। শুক্রবার শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রণ লটবহর নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় প্রশাসকদের কার্যালয় পরিদর্শনে। বিকাল তখন সাড়ে চারটা। শিক্ষা অধিকর্তা গিয়ে পৌঁছান জিরানিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে। ঠিক ছিলো তিনি সেখানে জিরানিয়া মহকুমার বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নেন। কিন্তু সেখানে গিয়েই তার মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। কারণ, তখন বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের গেট তালো দিচ্ছিলেন একজন গ্রুপ ডি কর্মী। চাঁদনী চন্দ্রণকে দেখেই তিনি জানিয়ে দেন, এদিন আর কোনও কাজ হবে না। স্যার যারা ছিলেন তারা বহু আগেই বাড়ি চলে গিয়েছেন। কিন্তু সবে তো বিকাল সাড়ে চারটা। অফিস তো সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। চাঁদনী চন্দ্রণ সেই তথ্য দিলেও চতুর্থ শ্রেণির সেই কর্মচারী কোনও উত্তর দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই চাঁদনী চন্দ্রণ নিজের পরিচয় জানান। এরপরই শারীরিক কম্পন শুরু হয়ে যায় সেই ব্যক্তির। তিনি বলেন, অফিসের আধিকারিকরা নাকি বাথরুমে গেছেন। শিক্ষা অধিকর্তা সোজা চলে যান বাথরুমে সামনে। কিন্তু সেখানে তো কেউ নেই। উপ বিদ্যালয় পরিদর্শক সেই সময়ে কার্যালয়ের কাছাকাছি দোকানে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ছুটে ছুটে এসে হাজির হন। শিক্ষা অধিকর্তা তার কাছ থেকেই বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেন এবং আইএস সম্পর্কে জানতে চান। তখন উপ বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, বিদ্যালয় পরিদর্শক নাকি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলছেন। শিক্ষা অধিকর্তা সেখানেই ফোন লাগিয়ে দেন। জানা যায় এই ব্যক্তি সেখানে যাননি। এরপর দৈনিক হাজিরা খাতা খুলে তো আরও অবাক। কারণ, সেখানে শনিবারের আগাম স্বাক্ষর করে রেখেছেন কয়েকজন। শিক্ষা অধিকর্তা গোটা বিষয়টি নোটবন্দি করে ফিরে আসার আগে জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মোতাবেক অফিসের সময় সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু এখানকার কর্মচারীরা যেভাবে সাড়ে পাঁচটার বদলে সাড়ে চারটাত্তেই বাড়ি যাচ্ছেন তা সরকারি নিয়োগ বিধির পরিপন্থী। জানা গেছে, শিক্ষা অধিকর্তা সামগ্রিক বিষয়টি নোটবন্দি করে আগরতলা ফিরেছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্নাতকোত্তর বিভাগের তন্ময় স্বপ্নের আরেক নাম

ডেলিভারি বয়ের মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ, স্নাতকস্তরে ৭০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। ব্যাগের ভেতরে লোভনীয় খাবার রেখে, নিজের হয়তো-বা খালিপেট থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে। তবুও কোথাও হার মানার গল্প নেই। দুই চোখে শুধুই প্রত্যয়ের জ্ঞাপ। চোখের ভেতর থেকে যেন আলো বলসে আসছে। কিছু একটা করে দেখানোর আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন চোখগুলো স্বপ্ন বুনতে থাকে। যুবকটির নাম তন্ময় দেব। তন্ময়ের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, সাধারণ হয়েও নিয়মিতভাবে অসাধারণের চান্দরে নিজেকে মুড়ে রাখে সে। রাজ্যবাসী যে ধারণা থেকে জেমাটো এবং সুইগি'র মতো খাবার বিলি করার কম্প্যানিতে কাজ করা যুবক-যুবতীদের 'বিচার' করে, তন্ময় তাদের সকলকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। হঠাৎ খাবার বিলি করা এক যুবক খবরের শিরোনামে কেন? কারণ একটাই, তন্ময় সাধারণ



'নিয়ম'কে এক লমহায় ভেঙে দিয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগে স্নাতকোত্তর নিয়ে পড়াশোনা করছে তন্ময়।

এমএসসি পড়তে থাকা তন্ময় বিকেল থেকে রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে খাবার বিলি করে। শহরের একটি পরিচিত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন তন্ময়। বাবা ইন্দ্রজিৎ দেব সামান্য একটি সবজির দোকান চালান। সোজা কথায় বললে, তন্ময়ের বাবা পেশায় সবজি ব্যবসায়ী। মা শিউলিদেবী গৃহিণী। এক ছেলেকে নিয়ে শহরে একটি টিনের ঘরে দিন গুজরান মা-বাবার। উন্নাতির স্বপ্ন এবং ভরসার নাম 'তন্ময়'। স্নাতকোত্তর পড়তে পড়তে, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় ৭০ শতাংশ নম্বর পাওয়া তন্ময়, হঠাৎ করে এরকম একটি পেশায় কেন এলো? প্রশ্নটি শুনে তন্ময়ের সাফ জবাব— 'লকডাউনের সময় টিউশন বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে পড়ানো সম্ভব ছিলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই পেশায় আসতে হয়। তলে, এই পেশায় এসে আমি অসম্মানিত বোধ করি না। সব পেশাই, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা ফাঁকা মাঠ

আজ হয়তো ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছে শাসক দল। কিন্তু ২০২৩ বিধানসভা ভোটে এভাবে ফাঁকা মাঠ পাওয়া যাবে তো? এডিসি ভোটে এক নতুন দলই দেখিয়েছিল যে, রাজ্যের শাসক জোটের জনজাতি এলাকায় কতটা ভিত মজবুত। সমতলে শাসক দল যদি ভাবে যে ফাঁকা মাঠেই তারা গোল দেবে তাহলে কিন্তু ২০২৩ তাদের জন্য বুমেরাং হতে পারে। বিরোধী দলের প্রার্থীদের কিডন্যাপ করা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের জোর করে নাম তুলে নেওয়া, যারা প্রার্থী হয়েছে তাদের উপর হামলা কিন্তু নিশ্চিতভাবে শাসক দলের জনসমর্থন হারানোর ভয় কাজ করছে। বিনা ভোটে জয় কিন্তু সাফল্য নয়। এটা তো ঠিক যে, একটি ওয়ার্ডে সবাই শাসক দলের সমর্থক নয়। কিন্তু সেখানে ভোট না হওয়ায় শাসকদল কিন্তু জানতে পারলো না আসলে তাদের সমর্থন কতটা। ২০২৩ নির্বাচনের আগে পুর ভোটে কিন্তু নিজেদের জন-ভিত কতটা মজবুত তা মেপে নিতে পারতো শাসক জোট। অবশ্য সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত উপ-নির্বাচন হয়েছে তাতে বিজেপি-র বিরাট পরাজয় সামনে উঠে এসেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যের উপ-নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয় কিন্তু অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই প্রশ্ন, আগরতলা পুর নিগম ভোটে কি শাসক বিরোধী হাওয়া কাজ করবে? দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, রাজ্যের ৪২ মাস কি আগরতলা পুর নিগম ভোটে কোন প্রভাব ফেলবে? ২০১৮ বিধানসভা ভোটের সাথে কি ২০২১ পুর নিগম ভোটের কোন পার্থক্য দেখা যাবে? বিশেষ করে আগরতলা শহরের বিধানসভা কেন্দ্রের পুর ভোটে?

থানার কামাই ভালা

● **তিনের পাতার পর** তাগিদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলপূর্বক ভাবে সাধারণ জনগণ থেকে ১২ লক্ষ টাকাার অধিক টাকা আদায় করে মধুপুর থানার এক অফিসার বলে অভিযোগ। মধুপুর থানার আওতাধীন অসামাজিক কাজে লিপ্ত সর্বমোট ৯৯ জনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করেছে পুলিশ বলে অভিযোগ। পাশাপাশি মধুপুর থানার এক কাশিয়্যার এগারোটটি পঞ্চায়েতের সবককে কালী পুজোয় মধুপুর থানায় আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে বলে জানা যায়। এবছরের শামা মায়ের পুজোতে এ থানার অন্তত তেই ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে থানা বাবুর কর্তারা বলে অভিযোগ। অন্যদিকে শনিবার বিসর্জনের দিনও আকণ্ঠ লাল-নীল পুলিশ পান করে থানার অফিসার থেকে আরম্ভ করে মহিলা পানীয়ের রাস্তার কিনারে পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এলাকার জনগণ। আরক্ষা প্রশাসনের এই হাল দেখে হতচকিত এলাকাবাসী। শুভভিক্ষাসম্পন্ন মহল্লের এই অধঃপতন দেখে মাথা হেঁট হয়ে গেছে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা মধুপুর থানার এরকম ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও কোন ভূমিকা নিলান করছে না কেনে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এখন দেখার বিষয় এই প্রতিদেদন প্রকাশের পর পুলিশের আধিকারিকরা এ বিষয়ে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ভবিষ্যতের মহামারি

● **ছয়ের পাতার পর** করে। আবার এমন কিছু ভাইরাসও পাওয়া গেছে যারা সক্রিয় হয়ে মানুষকে সংক্রমণ করতে পারে। আবেগল্লের মতে, ডিএনএ ভাইরাসগুলোই সবচেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয়। আরএনএ ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান আরএনএ হওয়ায় সেগুলো অস্থায়ী ও দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয় থাকার পর আর কাজ করতে পারে না। সে তুলনায় ডিএনএ ভাইরাসগুলো রাসায়নিকভাবে অনেক বেশি স্থায়ী হয়। তাই উত্তর আলাস্কার একটি বরফে ঢাকা সমাধিস্থলে ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু ভাইরাসের আরএনএ পাওয়া গেলেও তা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা কম বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ডিএনএ ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন গুটিবসন্ত নতুন করে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও ভ্যাক্সিনেশনের কারণে তা প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাই ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগগুলোই হয়তো এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে পারে এবং মহামারি আকার ধারণ করতে পারে। ২০১৫ সালে নাসার গবেষকেরা ৩২ হাজার বছরের পুরোনো ব্যাকটেরিয়াকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হন। এগুলো আলাস্কার একটি বরফে ঢাকা পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল। এ ব্যাকটেরিয়া হলো কারনোব্যাকটেরিয়াম প্রাইস্টোসিনিয়াম। এগুলো প্রাইস্টোসিন-যুগ থেকে প্রচলিত ছিল। যখন এই স্থানের বরফ গলে যায়, তখন এরা সক্রিয় হয় এবং পানিতে সাঁতার কাটতে শুরু করে। এর প্রায় দুই বছর পর ২০১৭ সালে অ্যান্টার্কটিকার বেকন মুলিন ভ্যালির একটি তুষারখণ্ডের নিচে গবেষকেরা ৮০ লাখ বছরের পুরোনো একটি ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পান। যদিও সব নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়া পুনরায় সক্রিয় হতে পারে না, বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন ব্যাশিলাস আনথ্রাসিস ও ক্লিস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম পুনরায় সক্রিয় হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে শ্রোটোজোয়া পরজীবীরও সংক্রমণ বাড়তে পারে। ২০১৬ সালে কানাডার ভ্যানকুভারের কল্যাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা শিকার করা একটা বেলুগা তিমি থেকে টক্সোপ্লাজমা মহাকশেরে বিস্তীর্ণ বরফ গলে এসব জীবাণু সংক্রমিত হবে, তা নয়া। এ প্রক্রিয়ার আরও সুগভীর প্রভাব রয়েছে। ক্র্যাভেরির মতে, পার্মাফ্রস্টের বরফ গলে যেসব ভাইরাস মুক্ত হবে, সেগুলো প্রথমে নদীতে আসবে। ভাইরাসগুলো অক্সিজেন ও আলোর সংস্পর্শে আসবে, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর। ফলে এগুলো যদি উপযুক্ত বাহক না পায়, তাহলে বেশি সময় সক্রিয় থাকতে পারবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবজগতে আমাদের অগোচরেই পরিবান চলেছে। উত্তর দিকে শব্দ শোষি। যেমন হরিণ ও খরগোশ সেদিকে অভিব্রাজ্য করছে। এ ধরনের পরিবানের ফলে আগে যে এলাকায় কোনো জীবাণু ছিল না, সেখানেও সংক্রমণ হতে পারে এবং ক্রমে তা মহামারির রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী জনগোষ্ঠীও বৃক্কিতে রয়েছে। সমুদ্রত্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রাবিত হতে পারে। ফলে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে উত্তর অঞ্চলের দিকে পুলিশবাহক মানুষের অভিব্রাজ্য ঘটতে পারে। সেখানে জনসমতীর ঘনত্ব বেড়ে যাবে এবং জীবনযাত্রার নিম্নমানের কারণে হতে পারে মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা মহামারির আকার ধারণ করতে পারে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলার ফলে তাই এখন বৈশ্বিক সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে, তা কমিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি। তা না হলে ভবিষ্যতে হয়তো করোনার চেয়েও একাধিক ভয়াবহ মহামারির মুখেমুখি হতে পার় মানবসভ্যতা।

বিএড চাইলো দফতর

● **আটের পাজার পর** - বা বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। ৮ বছর চাকরি করার পর ডিএলএড বা বিএড’র কথা বলা হয়েছে। এরা রীতিমতো অস্বৈতিক ব্যাপার। এই ধরনের সিদ্ধান্তে রীতিমতো হতাশ বহিষ্ঠ শিক্ষকরা। তারা উচ্চ আদালতে মামলা করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। ২০১২ সালে নিযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকদের উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার নিয়মিত করছে। আদালতের শৌচায় সরকারি বেশ কিছু শিক্ষক নিয়মিত বেতনক্রম পাচ্ছেন। অত্য় সরকারি অদুনাগপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের বঞ্চনা নিয়ে কারোর কোনও বক্তব্য নেই। ৮ বছর চাকরি করার পরও এখনও ফিল্ড পদে আছেন কয়েকজন শিক্ষক। তাদের আদৌ কোনও নিয়মিত করা হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই শিক্ষকদের এখন বলা হচ্ছে নিয়মিত হতে গেলে বিএড করতে হবে। অত্য় ৮ বছরে তাদের এই কথাটি কেউ বলেননি। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষকদের বিএড করানোর জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাম আমলে এই শিক্ষকদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তখনও এই শিক্ষকদের বিএড করানোর উপর নজর দেওয়া হয়নি। ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এই শিক্ষকদের ২০১৮ সালেই। কিন্তু তাদের এখনও পর্যন্ত নিয়মিত করার কোনও ধরনের উদ্যোগ নেই। আদৌ তারা নিয়মিত হবেন কিনা তা নিয়ে এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

চোরের মৃত্যু

● **আটের পাজার পর** - চিকিৎসাধীন। এই ঘটনা একদিকে সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছে, ঠিক তেমনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিও অধীকার করার উপায় নেই। এভাবে এর আগেও অভিযুক্ত চোরকে গণ পিটিںডিতে হত্যা করা হয়েছে। একটি ঘটনার ক্ষেত্রেও পুলিশ হত্যাকাণ্ডীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, শুক্রবার মধ্য রাতে বাংলাদেশি তিন চোর লিটন পাল এবং বাবুল পালের বাড়িতে আছেন। তারা বাবুল পালের গোয়াল ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু মালিকের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বাইরে এসে চোর বলে চিৎকার করতই এলাকাবাসী তড়িৎবিদ্যুট আনে। তৎক্ষণে লিটন পালও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। একজন চোর দা হাতে নিয়ে লিটন পালের উপর চড়াও হয়। এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে আসার পর তিনজনের মধ্যে একজনকে তারা আটক করতে পারেন। বাকি দু’জন পালিয়ে যায়। সেই আটককৃত অভিযুক্তকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। যার ফলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। আহত লিটন পাল বাবুল পালের ছোট ভাই বলে জানা গেছে। দুই ভাই মিলে চোরদের সাথে প্রথমে ধস্তাধস্তি করেছিলো বলে পরিবারের সদস্যরা জানান। নিহত চোরের কাছ থেকে বাংলাদেশি ৫০ টাকার দুটি নোট, একটি বাংলাদেশি সিম-সহ মোবাইল ফোন এবং ধারালো দা পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর ধারণা, অভিযুক্ত চোরের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার জামবাড়ি এলাকায়। শনিবার সকালে মৃত চোরকে দেখার জন্য প্রচুর মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। বর্তমানে অভিযুক্ত চোরের মৃতদেহ সোনামুড়া হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময় তার পরিবারের লোকজন যদি মৃতদেহ নিয়ে আসে তাহলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতদেহ হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে।

হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিপর্যস্ত

● **তিনের পাতার পর** জেলা হাসপাতালে এম এস অরিন্দম দেববর্মার সাথে কথা বলা হলে উনি বলেন, এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের সাথে কথা বলে কিভাবে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায় সে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জরুরিমনে প্রশ্ন উঠেছে লক্ষলক্ষটাকা সরকারি অর্থ ব্যর্থ করে মেশিন কেনা হলোও সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।



উদ্‌বিগ্ন সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভৃতদের আক্ষালনে উদ্‌বিগ্ন সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। বাম প্রার্থীদের প্রচারে বাধা, প্রার্থীদের বাড়িঘরে হামলা, বাম সমর্থকদের সম্পদ নষ্ট করার ঘটনা উজ্জ্বেষ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। বামফ্রন্ট মনোনীত আগরতলা পুর নিগমের ৪৯নং ওয়ার্ডের প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতেও দুর্ভৃত্তরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, শুক্রবার রাত ১টা নাগাদ আগরতলা পুর নিগমের ২৯ নং ওয়ার্ড এলাকার আদর্শ কলোনিতে সিপিআইএম কর্মী সুরেন্দ্র দেবনাথের মুরগি বিক্রির দোকানঘর কুপিয়ে ভেঙে ফেলে কতিপয় বিজেপি আশ্রিত দুর্ভৃত্ত। এই খবর পেয়ে শনিবার সকাল ৮ টার পর সিপিআইএম সমর্থক লক্ষ্মণ আচার্য্য সুরেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে যান। সেখান থেকে তিনি যখন বেড়িয়ে আসেন তখন বিজেপি দুর্ভৃত্তরা তাকে ঘিরে ধরে এবং কেন সেখানে গেছেন তা জানতে চায়। তিনি কথা বলতে চাইলেও তা না শুনেই তাকে মারধর করে বলে সিপিএম’র তরফে অভিযোগ করা হয়। দলের তরফে আরও বলা হয়েছে, এদিন সকাল ৭-৩০ মিনিট নাগাদ আগরতলা পুর নিগমের ৩৫নং ওয়ার্ডের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী সুভাষ দাস বাড়ি বাড়ি নির্বাচনি প্রচার করার সময় বাধাপ্রাপ্ত হন। জনৈক বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতি প্রার্থী সুভাষ দাসকে অকথা ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বাড়ি বাড়ি নির্বাচনি প্রচার করলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে হুমকি দেয়। তখন প্রার্থী সুভাষ দাস প্রচার কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এদিন বিকাল ৪টা নাগাদ বিজেপি দুষ্কৃতিরা নির্বাচনি প্রচারের গাড়ীতে এসে আগরতলা পুর নিগমের ৪৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সিপিআই(এম) অরব্ধু তিনগণর লোকাল কমিটির সদস্য নিতাই ভৌমিকের বাড়িতে ঢুকে নির্বাচনি কাজে অংশ নেওয়া যাবে না বলে হুমকি দিয়ে তাকে প্রচন্ড মারধর করে। তার স্ত্রী ও কয়েকজন প্রতিবেশী চিৎকার করে এগিয়ে এলে দুর্ভৃত্তরা প্রচার গাড়ীতে চেপেই পালিয়ে যায়। এদিকে, সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী পুর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে বিজেপি দুষ্কৃতিদের দ্বারা সংঘটিত এই ধরনের আক্রমণ ও সম্ভারের তীব্র নিন্দা করছে। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আক্রমণকারী ও সম্ভাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। জেলা সম্পাদকমন্ডলী বলেছে পুর নির্বাচন যোগাধার পর থেকে প্রতিদিন বিজেপি আশ্রিত দুর্ভৃত্তরা একের পর এক আক্রমণ সংঘটিত করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। এরফলে একদিকে দুষ্কৃতিরা যেমন বেপরোয়া হচ্ছে অন্যদিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকমন্ডলী উদ্‌বিগ্নবোধ করছেন। এই অবস্থায় অবাধ ও শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ কমিটি হতে বলে দাবি করেছে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। এদিকে রাতে বিভিন্ন জায়গায় বাম প্রার্থীদের বাড়িতে ইট পাটকেল ছোড়ার অভিযোগও করা হয়েছে সিপিএম’র তরফে।

তিপ্রা ফুটবল প্রতিযোগিতা

● **সাতের পাতার পর** উমামাংকর দেববর্মী, এডিসি-র অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক উষারঞ্জন দেববর্মী, সিআরপিএফ -র ৭১ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট রামপ্ল্যাক্ট। যাগত ভাষণ পেশ করেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সি কে জমতিয়া।

শেষ ম্যাচে জয়ী মেয়েরা

● **সাতের পাতার পর** ইনিংসকে টেনে নিয়ে যায় রিজু সাহা। দুর্দান্ত ৫২ রানের ইনিংস খেলে ত্রিপুরার জয়ের পথ মধুণ করে দেয়। বল হাতে সাফল্যের পর ব্যাট হাতেও ত্রিপুরার জয় অবদান রাখলো নিকিতা। ২০ রানের একটি মূল্যবান ইনিংস বেরিয়ে এলো তার ব্যাট থেকে। ৩ উইকেটে জয় তুলে নেয় রাজা দল। বলা যায়, একটি সান্ত্বনার জয় নিয়েই ঘরে ফিরছে ত্রিপুরার মেয়েরা।

বিপর্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ

● **সাতের পাতার পর** “ইউনিভার্সাল বস” গেইল। ২০১৬ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এবার শুরু থেকেই বেশ ফাঙ্কাসে দেখিয়েছে। সুপার ১২-র পাঁচ ম্যাচে চারটিতেই হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একমাত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এসেছিল জয়। তাই এদিন একপ্রকার নিয়মরক্ষার ম্যাচেই নেমেছিলেন ক্যারিবিয়ানরা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। শেষ চারে ওঠার জন্য আজকের ম্যাচটা জিততেই হত ওয়ার্ল্ডনদের। ব্যাটটিংও সেভাবেই কলো ওপেনার গোয়াটা। ৫৬ বলে ৮৯ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সম্মেনে মিত্রের মার্শা করেন ৫৩ রান। আর সেই সৌজন্যেই ৮ উইকেটে আসে জয়। এদিনে হাতে ঘুরিয়ে শুরুতেই ক্যারিবিয়ান ব্যাটের অর্ডরে খসে নানান হাঙ্গামা উঠেছে। তুলে নেন দ্রাবিট উইকেট। অধিনায়ক গোয়েন্দে ৪৪ রানের দৌলতেই ইনিংস শেষে সম্মানজনক স্কোরে সৌছয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে তা যে যথেষ্ট ছিল না, সেইটই বুঝতে দিলেন ওয়ার্লার। অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালের টিকিট পাক হবে কিনা, তা চূড়ান্ত হবে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচ শেষে।

ভ্যাট কম করেনি

● **ছয়ের পাতার পর** অঞ্চলের নাম, যারা এখনও পেট্রোল ও ডিজলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। শুক্রবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরার তরফে জারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে,” কেন্দ্রের পাশাপাশি ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পেট্রোল ও ডিজলের দাম কমানোই সাধারণ মানুষের উপর চাপ অনেকটাই কমানো গিয়েছে।” কেন্দ্র জানিয়েছে পেট্রোলের দাম সবচেয়ে বেশি কমিয়েছে সর্গীষ সরকার। সেরাজে দাম কমেছে ১৩ টাকা ৩৫ পয়সা। কর্ণাটকের পরেই তালিকায় রয়েছে পুদুচেরি এবং মিজোরাম। কর্ণাটকে ডিজেলের দাম বাড়তে ১৯ টাকা ৪৯ পয়সা। এখনও পর্যন্ত যে ১৪টি রাজ্য জ্বালানির দামে বাড়তি ভ্যাট কমানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি সেগুলি হল, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, প্রিন্সমঙ্গল, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মেঘালয়, কেরল, আন্দামান ও নিকোবর, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান। এই তালিকায় মেঘালয় ছাড়া বাকি সবগুলিই ছিল বিরোধী শাসিত রাজ্য। ঘটনাক্রমে আজ সকালে মেঘালয় সরকারও পেট্রোল ও ডিজলে ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বিরোধীদের দখলে থাকা কোনও রাজ্য এখনও তা ঘোষণা করতে পারেনি।

মৃত্যুর সংখ্যা ১১২

● **আটের পাতার পর** - শ্মশানে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যান জয়েন্ট মৃতসমিতি কমিটির সদস্যরা। কমিটির সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কমল বসু, চিরঞ্জিত রাজা এবং কিশোর চক্রবর্তী এই শিক্ষকদের বক্তব্য, আমরা চাই সরকার মানবিক দিক থেকে দ্রাট আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিন। না হলে এই শিক্ষকরা দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে চলে পড়বেন।

শিক্ষা অধিকর্তার চক্ষু চড়কগাছ

● **প্রথম পাতার পর** শ্রীঘ্নই জিরানিয়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ যে সমস্ত কর্মচারীরা আগাম হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছেন তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমলপুরে চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর** প্রদান করে। এচ্ছেই ধরা পড়ে যায় দুটো চা বাগানের হিসাবের তথ্যই। যেহেতু এই দুটো বাগানের ম্যানেজার রাহুল ঘোষ তাই অবসরভািত গবেষিত তার দিকেই মতবির্তন কেলেঙ্কারি আঙুল উঠে এবং মামলাও তার বিরুদ্ধেই হয়। অনেকেইই বক্তব্য, রাহুল ঘোষকে গ্রেফতার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে আর কে কে যুক্ত রয়েছেন? তখনই বেরিয়ে আসবে তার আশঙ্ক্যাতাদের নাম। অভিযোগ, রাহুল ঘোষের মতেই বেরিয়ে আসবে বিভিন্ন দফতরে লুকিয়ে রয়েছেন বাগানের কটর লোকজনেরা। মূলত তাদের কার্যেই সরকারকে বিভ্রমসময়ে চূড়াস্ত অপদস্থ হতে হয়েছে। কিন্তু ছলে বলে কৌশলে বেঁচে গিয়েছেন তারা।

ভাবনায় কমিউনিস্টরা

● **প্রথম পাতার পর** খেয়েছেন। কারণ, কমিউনিস্টরা সাধারণত পিণ্ডদান, অস্থি দান এগুলোতে বিশ্বাস করে না কোনওদিন। বহু কমিউনিস্ট নেতা নিজের পিতা-মাতার মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করেননি। শ্রদ্ধা জানিয়ে মানুষকে নেমস্তম্ভ খাইয়েছেন মাত্র। কোনওকালেই তারা পিণ্ডদান ভরসা রাখেননি। শুদ্ধা শুধুমাত্র ভোটের জন্য অস্থি নিয়ে রাজনীতি করার জন্য শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও অস্থি ভর্তি পাতিল নিয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। যে জিনিস কোনওদিন নিজেরাই বিশ্বাস করেন না, নিজেদের জীবন্যাচরণে প্রয়োগ করেন না, এটাকে শুধুই বুজরুকি কিংবা আফিমের নেশা বলে মনে করেন। ভোট রাজনীতিতে নেমে মানুষের বিশ্বাস পেতে এবং সমীহ আদায় করতে এবার অস্থির কলসি নিয়ে সিপিএম নেতারা জেলায় জেলায় ঘুরবেন। ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতি কত নিচে নামতে পারে এবং আজীবন লালন করা বিশ্বাসকে মুছেই চুরমার করে দিতে পারে, এই ঘটনাই একমাত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে অত্যন্ত সাবলীলভাবে।

প্রার্থীরা বহির্রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর** ১৯৯৩ সালে জোট সরকারকে ফেলে সিপিআই(এম) ক্ষমতায় আসে, সেই আমলের হিসাব্যুক্ত ঘটনা, সন্ত্রাস এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বিরোধী বামফ্রন্ট জোট জমানায় লোকসভা ভোটে প্রার্থী তুলে নিয়েছিল সন্ত্রাসের কারণে। এডিসি ভাটের দিনে বামফ্রন্ট সন্ত্রাস হয়েছিল, কিন্তু সেই আমল শেষে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই ত্রিপুরা নগর নির্বাচন হয়। সেই ভোটেও কংগ্রেস বুক ফুলিয়েই লড়েছিল, এমনকী আগরতলায় পুরসভা জিতেও নিয়েছিল। কোনও প্রার্থীকেই পালিয়ে যেতে হয়নি। কর্ণাটকে , রাজস্থানে কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা সংযোগরিত্তা পেয়েও দল ভাঙানোর খেলা এড়াতে বিধায়কদের অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়েছিল। মন্ত্রীদের শপথ নেওয়ার আগে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। গোয়ার, মণিপুরে সংযোগরিত্তা পেয়েও সরকার গঠন করতে না পেরে কংগ্রেস বিধায়কদের সরিয়ে নিয়ে কার্যত বন্দি করে রেখেছিল যেন তারা বিক্রি না হয়ে যান। ভারতীয় রাজনীতিতে এই এক অভুত, অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়েছে ইদানীংকালে।

তন্ময় স্বপ্নের আরেক নাম

● **প্রথম পাতার পর** যদি সংভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়, তাহলে সম্মানের’। তন্ময় প্রতিদিন কাঁধে বিভিন্ন খাবারের ব্যাগ নিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়ে। কোনও বাড়িতে বিরিয়ানি, কোনও বাড়িতে চিকেন মাংগলই তো কোনও বাড়িতে বাহারি আইসক্রিম। নিজে চাইলেই সেসব খাবার না কিনতে পারা তন্ময়, ঠিক সময়ে মানুষের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েই কিছু টাকা ‘কমিশন’ হিসাবে পায়। এই করে করে প্রতিমাসে, নিজের পড়াশোনা এবং বই কেনা সহ বাবতীয় খাবার জোগাড় করতে হয় তন্ময়ের। শহরে বা রাজ্যের নানা জায়গাতেই খাবার বিলি করে যুবক-তরুণদের দেখলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবনা তৈরি হয়, তন্ময় সেই ভাবনার গায়ে জল ঢেলে নিজের স্বপ্ন পূরণ করে চলেছে। তন্ময়ের বন্ধুরা কয়েকজন এই পেশায় রয়েছেন, যারা ইঞ্জিনিয়ারি পাশ পর্যন্ত করেছ। তন্ময়ের বক্তব্য — ‘আমরা কয়েকজন বন্ধুরাই ডেলিভারি বয় হিসাবে কাজ করি। এটাতে কোনও লজ্জা নেই। যারা ভাবেন এই কাজ লজ্জার, উম্মার কেউই আমার আডমিশন ফি বা প্রয়োজনীয় বই-পত্র কিনে দেবেন না। নিজের ব্যবস্থা নিজেইই করতে হয়’। ভবিষ্যতে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর বহির্রাজ্যে গিয়ে বয়োস্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তন্ময়। এমবিবি কলেজ থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স-এ প্রায় ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক বিভাগে সফলতার পরিচয় রাখে তন্ময়। বাবার দিন-রাতের পরিশ্রম এবং মায়ের কঠোর তাগকে যেভাবে নিজের জীবনে রূপদান করেছে তন্ময় তা সত্যি অর্থেই রাজ্যের হাজারো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক সুখকর বিষয়। সাধারণত মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশ জেলের তালিকায় থাকলেই, এমন তন্ময়দের কথা সব্যামাধ্যমের দৌলতে জানা যায়। ভাবতর্কিক অর্থে, বহু তন্ময়রা প্রদীপের তলায় অন্ধকার হয়ে নিজেদের চারপাশকে আলোকিত করে রাখে। তন্ময় এক রূপক চরিত্রের নাম মাত্র। রাজ্যে যেসব যুবক-তরুণরা প্রতিদিন এমন বিভিন্ন পথ ঘুরে খাদ্য রসিকদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেয়, তাদের মধ্যে অনেকেই তন্ময়দের মতো পড়াশোনা এবং স্বপ্ন বুনতে পারায় সফল। এভাবে জীবনের বাঁধ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে তন্ময়দের স্বপ্ন। আগামী দিনে এই খবরটি যতো-তা আগামীকদের মন থেকে মুক্ত যাবে। কিন্তু তন্ময়’রা থেকে যাবে নিজেদের শক্তি আর বিশ্বাসের কাছে, অপরাজেয়। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তন্ময়কে। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইটা যুব একটা সহজ নয়। তবুও তার বিশ্বাস, জয় হবেই হবে।

চোখ গেলো শুভজ্যোতির

● **প্রথম পাতার পর** ‘আমার ছেলের একটা চোখ শেষ হয়ে গেলো। আমি মা হয়ে এই যন্ত্রণা কাকে বুঝাবো? আমার জীবনটাই তো শেষ’। খবর এটাই, পুলিশ মাঠে বাড়ি পোড়ানো দেখতে আসার অভিজ্ঞতা নিতে এসে একটি চোখ হারাতে বসা শুভজ্যোতির। খোঁজখবর করেনি রাজ্য পুলিশের তরফে কেউই। গাড়ি চালার পথের পক্ষে শুভজ্যোতির চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা রীতিমতো অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, যেখানে শব্দবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ, সেখানে রাজ্য পুলিশের তরফেই প্রতি বছর বাড়ি পোড়ানোর আয়োজন হয়ে থাকে। এবারও তাই হয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, বাড়ি পোড়ানোর বন্দোবস্ত থাকলেও, শহরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে কোনওবারই অ্যাথলেটের খাফায় ব্যবস্থা থাকেনা। শুধু তাই নয়, এ যাবতীয় বিপদ-বিস্মা ঘটে গেলে পুলিশের তরফে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যও কাউকে তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। শুভজ্যোতির চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করুক রাজ্য পুলিশ। এই দাবি এখন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের মনেই মলেই। উক্ত মাঠে উপস্থিত থাকা কয়েকজন কর্মকদের মতে, বিষয়টিতে শুভজ্যোতির কোনও দোষ নেই এবং আয়োজক যেহেতু সরকারের অনাত্ম প্রদান প্রকান দফতর, তাই অনায়াসে এই ঘটনার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে রাজ্য পুলিশ। শুভজ্যোতিকে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা এবং সর্বোচ্চভাবে দেবব্রতবাবুর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এখন রাজ্য পুলিশের অন্যতম প্রধান মানবিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। আগামী এক দু’দিনের মধ্যে যদি শুভজ্যোতিকে সঠিক চিকিৎসার জন্য পুর্ন সহযোগিতা না করা হয়, তাহলে অবস্থা যে আরও অবনতির দিকে যেতে পারে এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দেখার, রাজ্য পুলিশ বিষয়টি নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে কিনা?

ক্রমাগত হুমকি

● **প্রথম পাতার পর** ভূমিকাও যদি শুধুই চেয়ে থাকে হয়, তাহলে ভোট না করে একতরফভাবে শাসক দলের প্রার্থীদের জুজ খোষণা করে দিলেই হয়। এতে নির্বাচনের খরচ বাঁচবে। রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রার্থীদেরকেও আর লড়াই লড়াই খেলা খেলতে হবে না। বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারার কারণে বিশালগড়, মোহনপুর, জিরানিয়া, রারিবাজার, উদয়পুর সহ আরও বেশ কয়েকটি স্থানে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হয়ে গিয়েছে শাসক দল। আরও বেশ কিছু পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু বেছে বেছে বাম প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে আসছে হুমকি ফোন। বলা হচ্ছে, বাঁচতে হলে শীঘ্রই প্রার্থীদ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় চূড়ান্ত পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এমনকী অপহরণেরও হুমকি দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। সবচেয়ে বেশি হুমকি আসছে ধর্মনগর থেকে। খবর অনুযায়ী, ধর্মনগর পুরসভায় ১৩ বাং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী নেহেরুনাওয়া বেগম এক বাং ওয়ার্ডের তপশির্জি জাতি সিটি সঞ্চতা দাস তালুকদারদের পরিবারে টনা হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারা যেন প্রার্থীদ প্রত্যাহার করে নেন। শনিবার পুর পরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলার বর্তমানে ২৩ নং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী রিমল কৃষ্ণ দাসকে ফোন করে তার প্রার্থীদ প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। এমনকী তার ২১ বছর বয়সি ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি বিচারি যন্ত্রণার ধনিকগণ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রিমল কৃষ্ণ দাস। এক্ষেত্রে তিনি অপরাধীদের অপেক্ষে নামধামও পুলিশকে জানিয়েছেন। তার বক্তব্য, যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিটাই না করা যায় তাহলে নির্বাচন ঘোষণা করা হলো কেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বৈঠক করে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর আবেদন জানানো হলো কেন? প্রথমে প্রার্থী না হওয়ার জন্য হুমকি, পরে মানানস্কপ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য হুমকি, একের পর এক হুমকিতে অস্তিত্ব মানুষ এখন আর প্রোঁইই পাঁড়তে চাইছেন না। এতে আসে জীবনসংপত্তি নষ্ট হতে পারে। গোটা বিষয়টিতে পুলিশ মহানির্দোষের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন রিমলকৃষ্ণবাবু।

স্বর্ণিম বিজয় মশাল

● **প্রথম পাতার পর** কাজ ক্রততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অন্তূষ্ঠানে মুখামন্ত্রী বলেন, মাতৃতান্ত্রিক ভারতে মহিলাদের অবস্থান সম্মানজনক। পূর্বযুগের মতো মহিলাদেরও সমস্ত ক্ষেত্রে সমানাধিকার, নিরাপদ, যথাগণযুক্ত পরিবেশ ও স্বনির্ভর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানে সেনা পরিবারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের পূর্বে ভারতের গৌরবময় বিজয় স্মরণ স্বরূপ এই স্বর্ণিম বিজয় মশাল যাত্রার সূচনা হয়েছে। ২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বি দ্বারে ন্যায়াগির্জা থেকে স্বর্ণিম বিজয় মশাল নিয়ে এসে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নানা সময়ে ভারতীয় সেনারা নিজেদের দক্ষতা, রাস্ত্রপ্রেম এবং সাহসিকতার নজির রেখেছেন। এসবের মধ্যে কাগির্জা যুদ্ধ বা সার্কিাকাল স্ট্রাইক হচ্ছে অন্যতম দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন স্বর্ণিম বিজয় মশাল যাত্রা সমারোহে অন্তূষ্ঠান নবপ্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণে এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, ভারতীয় সঙ্কুতি হলো বেচিরেই। রাজ্য কমিটির সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন যে শুধু বিলোনিয়া নয়, খোয়াই, আগরতলা, ধর্মনগর ইত্যাদি নানা জায়গায় আক্রমণ, ভয়াভীতি দেখানো হচ্ছে। “২১ অক্টোবরের সর্ব দলীয় ঠেঠেকে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অবাধ, নিরাপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই নেওয়া হবে। এটাই কি আপনার অবাধ, নিরাপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নমুনা? শুধুমাত্র বিরোধী দলের প্রার্থী হওয়ার’ দিয়ে কি ভোলা দাসের এই সম্পত্তিছিল কিবা মানসিক আশুপ্তি প্রাপ্য? ” প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। একই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী দোলন দাসের বাবা শ্যামান দাসকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আটকে রাখা হয়। ছেলে যেন মনোনাশন তুলে নেয়, চোো বাবাকে নিশ্চিত করতে হবে। যদি তা না হয়, তবে তার দুই ছেলে এবং তার প্রাণনাশের হুমকি-সহ তার স্ত্রীকেও দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শ্যামান দাস বাম-অটক, বিজেপি’র লোকেরাই তাকে আটকে রেখেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে শ্রমশ্রু সেন থানায় সজ্জ নমঃ, বাদল নমঃ, মানিক দাস, বিশ্বজিৎ মিত্র, এই চারজনের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন। ধর্মন

ভাইফোঁটায় অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ

ভাতৃবিতীয়া উপলক্ষে ভাইফোঁটা রূপে বোনদের আশীর্বাদ ও স্নেহ, মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে আরও বেশি করে শক্তি সঞ্চারিত করে। নারী শক্তির উন্মেষ, স্বশক্তিকরণ ও নারীদের সর্বাঙ্গিণ বিকাশে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ভাবনায় সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে শনিবার আয়োজিত ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোনরা মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভাইফোঁটা দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই পুণ্যক্ষেণে সমস্ত বোনদের মঙ্গল কামনা করে শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী সবার হাতে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ছবি ও উপহার স্বরূপ মিষ্টি তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেবও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



প্রতিবাদে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৬ নভেম্বর।। আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ধারাবাহিক পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার সিপিআইএম তৈচাকমা লোকাল কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিন বিক্ষোভ মিছিলটি তৈচাকমা বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে মধ্যবাজারে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম গন্ডাছড়া সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ,পার্টি মহকুমা নেতৃত্ব চারু কুমার চাকমা প্রমুখ।বাজার কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে প্রচুর সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ফসল নষ্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ নভেম্বর।। রাতের আঁধারে কৃষকের ফসল নষ্ট করল দুস্কৃতিকারীরা। অমানবিক এই ঘটনা ঘটলো চড়িলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত উগের চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিলল চৌমুহনির ফকিরামুড়া এলাকায়। জানা যায়, ওই এলাকার কৃষক ফজলু মিয়া’র কৃষি জমিতে গুরুবার রাতে দুস্কৃতিকারীরা তাণ্ডব চালিয়ে উনার মূল্য ক্ষেত ধ্বংস করে দেয়। কিছুমিনি আগেও দুস্কৃতিকারীরা উনার কচুক্ষেত ধ্বংস করে দিয়েছিল। অসহায় এই কৃষক বুঝতে পারছেন না কি কারণে একের পর এক উনার ফসল ক্ষেত নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। বিগত ৩৫ বছর ধরে চাষাবাস করে সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি বলে জানান। সেই সূত্রে গতকাল রাতে দুস্কৃতিকারীরা উনার টাউন্টরির উপরও হামলা চালায়। ক্ষতিগ্রস্ত এই কৃষক প্রশাসনের কাছে দুস্কৃতিকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি রাখেন।

বীরচন্দ্রনগরের একলব্য স্কুলে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ হাপিসের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্রিফিং মিটিং-র টাকা আদায়সং করার অভিযোগে উঠেছে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন-র বিরুদ্ধে। এর আগেও তার বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা অংশের অর্থ হাপিস করার অভিযোগ উঠেছিলো। এবার পুরো অর্থই হাপিস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। কারণ, সেপ্টেম্বর মাসের টাকা এখনও তারা পাননি। পাশাপাশি কুমারঘাট একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমস্ত টাকা গিয়ে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ সেপ্টেম্বর বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলে টিএসআর নিয়েগোৱর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।এই পরীক্ষায় যুক্ত করা হয় ২৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। কিন্তু যুক্ত করার আগে ১৫ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে



বিদ্যালয়েই একটি ব্রিফিং মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। ওই মিটিংয়ে উপস্থিত সমস্ত ইনভিজিলেটরদের ফি বাবদ ৮০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু ব্রিফিং মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার দেড় মাস চলে গেলেও বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই টাকা পাননি। অভিযোগ, এর পেছনে কলকাতা নাড়ছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন। ব্রিফিং মিটিংয়ে উপস্থিত ২৮ জনের ফি ৮০০ টাকা করে ধরলে দাঁড়ায় ২২ হাজার ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে ফি হাপিসের

-2-

Total invigilators engaged for single session at Rs. 8500/-					27	27
Invigilator called for briefing meeting @ Rs. 8500/-					5	5
Total:					32	32

Signature of the Officer in Charge
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal, EKRS
Principal,

সাপ্তাহিক রাশিফল

৭ই নভেম্বর হতে ১৩ই নভেম্বর

রা ৩			
		বু ২৩ শ ২২	
	র ১৬ ম ১৫ বু ১৫	চ ১৮ কে ১৭	শু ১৯

৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunilidasbaran4995@gmail.com.

মেঘ রাশিঃ রবিবার — শুভ অপেক্ষা অন্তুভ ফলের মাত্রা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। দিনটিতে লটারী, ফাটকা, জুয়া, রোকরী ও কন্টাকটরীতে অর্থ বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। সোম ও মঙ্গলবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত তাদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ কল্পিত হবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ। বুধ ও বৃহস্পতিবার— বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মস্থলে শান্তি বিরাজ করবে। কর্মে শান্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। শুক্র ও শনিবার— আটকে থাকা সকল বাধা দূরীভূত হবে। হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার সুযোগ আসবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্বীকৃত হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বুধ রাশিঃ রবিবার— গৃহে কলহকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জীবনসাথীর শরীর স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ হয়ে উঠতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার — শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। ভ্রমণকালীণ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। মন তথাপি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সাথে থাকবে। দীর্ঘদিনের কোন প্ল্যান বাস্তবায়নের সুযোগ আসবে। গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি বা যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ। শুক্র ও শনিবার — বেকার যুবক-যুবতিদের মনে আশার আলো জাগবে। কর্মক্ষেত্রে বড় বাস্তব্া অনুভূত হবে। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

মিথুন রাশি ঃ রবিবার —শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোনো কাজেই মন ব্যস্ত হবে। চর্ম, এলার্জি বা যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার — বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরিকৃত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্থিরিকৃত হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ভাঙ্গা সস্ত্র ও বন্ধুত্ব জোড়া লাগবে। সম্ভব হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার— শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করবে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, রোকরী, দালালী বা কন্টাকটরীতে শুভ ফল পাবেন। শুক্র ও শনিবার— ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা বর্ধিত হবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশী সফলতা বোধ হবে। বাণিজ্যিক সফর লাভদায়ক হবে। গৃহে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কর্কট রাশি ঃ রবিবার — শিক্ষার্থীদের মন ফেইসবুক, ইউটিউব, প্রেম প্রসঙ্গ বা অনুচিত কাজের প্রতি মনোযোগ থাকায় লেখাপড়ায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— আপনার সুনাম, যশ, প্রতিপত্তি বাড়বে। যারা আর্কা লেখা, গান বাজনা বা নাচের সাথে জড়িত আছেন তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ আশা করতে পারেন। অসুস্থ যারা চিকিৎসায় সাড়া পাবেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার— বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরিকৃত হবে। ঋশুগুরালর হাতে ভরপুর সাহার্য সহযোগিতা পাবেন। গৃহে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। সপরিবারে কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাক্‌ফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমন্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বুধে সর্বগ্রাসী রাহু কুন্তিকা নক্ষত্রে। তুলায় দেব সেনাপতি মঙ্গল ও বালকগ্রহ বৃশ স্মৃতি নক্ষত্রে এবং গ্রহরাজ রবি বিশাখা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতু অনুরাধা নক্ষত্রে এবং চন্দ্র জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রে শুক্রা তৃতীয়ায় অবস্থানরত। ধনুতে দেতাগুরু শুক্রাচার্য মূলা নক্ষত্রে। মকরে ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং দেবগুরু বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ৭ই নভেম্বর ইতে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা), মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/

বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। মামলা মোকদ্দমা শ্রম ও অর্থ দুটোই ব্যয় হবে কোন প্রকার অগ্রগতি হবে না। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।
সিংহ রাশি ঃ রবিবার— কলহবিবাদ উৎকট উৎকট বামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। সহকর্মীদের সাথে সংভাব বজায় রাখতে হবে। সোম ও মঙ্গলবার—শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। পিতামাতার কাছ থেকে ভরপুর সাহার্য সহযোগিতা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে। দীর্ঘদিন থেকে যারা অসুস্থ আছেন তাদের আরোগ্য লাভের রাস্তা পাবেন। ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। যারা রাজনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত আছেন তাদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। শুক্র ও শনিবার— বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা এগিয়ে যাবে। ভাঙ্গা প্রেম ও বন্ধুত্ব জোড়া লাগবে। সপিবারে কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কন্যা রাশি ঃ রবিবার— গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ভাই-বোনদের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত হবে। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। সোম ও মঙ্গলবার— গৃহে কলহ বিবাদ মিটে যাবে। প্রেমিক-প্রেমিকা, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধবগণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূর প্রসারী হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার—শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। কর্ম ও ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। আপনি আপনার সততা, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পূর্ণ ফল পাবেন। শুক্র ও শনিবার— যারা দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থতায় ভুগছেন তাদের রোগ মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায় শুভ ফল পেতে পারে। বাড়িতে ইলেকট্রনিক সামগ্রী, জলের কল ও আসবাবপত্র মেরামতিতে নাজেহাল অবস্থা হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

তুলা রাশি ঃ রবিবার—যারা লটারী, ফাটকা, জুয়া, দালালী বা কন্টাকটরীর কাজে জড়িত আছেন তাদের জন্যে দিনটি শুভ। শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি তীব্র নজর রাখতে হবে। সোম ও মঙ্গলবার গৃহে কোনো মাসুলিক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভাই-বোন, আত্মীয়পরিজনদের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত হতে পারে। যারা গান, রোমাঞ্চ, বিনোদন সব কিছুতেই শুভ ফল পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার— বান্ধব লোকের সাহায্যে মিটে যাবে। ভাঙ্গা প্রেম বা ভাঙ্গা বন্ধুত্ব জোড়া লাগানো সম্ভব হবে। সপরিবারে আসবে। বেকারদের জন্য শুভ খবর আসতে পারে। নতুন ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

বৃশ্চিক রাশি ঃ রবিবার— মনোবল অর্থবলের সাথে সুনাম-যশ বাড়বে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার — অর্থ উপার্জনের সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। নতুন প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। রাজনীতিবিদদের জন্যে নতুন সুযোগ আসবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্বীকৃতি পাবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার— কর্মে সুনাম-যশ বা মনমতো স্থানে বদলি হতে পারেন। গৃহে কোন মাসুলিক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভাই-বোনের থেকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রাপ্ত হবেন। বিদেশ গমন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন শুভ ফল প্রদান করবে। শুক্র ও শনিবার— দাম্পত্য ও পারিবারিক কলহ মিটে যাবে। সহকর্মী ও অংশীদারদের কাজ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।

ব্যবসায় বহুল প্রচার প্রসার ঘটবে। দূর থেকে কোনো শুভ সংবাদ শ্রবণ হতে পারে। গৃহে অতিথির আগমন হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

ধনু রাশি ঃ রবিবার— খরচ, দৃষ্টিচ্যুতা, সুখ দুঃখ দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। পরিবারের কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— প্রপ্রেম ফাটন, বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ, আত্মীয়স্বজনদের সাথে মনোমালিন্য, অংশীদারদের সাথে মতবিরোধ সব কিছুই মীমাংসার দিকে যাবে। সপরিবারে কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। বুধ ও বৃহস্পতিবার চার্টার্ডিক থেকেই আয়ের মুখ দেখবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সফলতার সিঁড়ি পার হওয়ার লক্ষণ দেখছি। শত্রুরা আপনার সুখের সংসারে আঙুন জ্বালিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকবে। শুক্র ও শনিবার— গৃহে কোনো মাসুলিক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। কর্ম ও ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। কর্ম ও ব্যবসায় বাড়তি দায়িত্ব ও পালন করতে হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

মকর রাশি ঃ রবিবার— আপনি ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেই চলবেন। লটারী, ফাটকা, জুয়া, রোকরী, দালালী ও কন্টাকটরীতে আপনার স্বপ্নপূরণ হবে। সোম ও মঙ্গলবার— খরচ, দৃষ্টিচ্যুতা, সুখ, দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হবে পারে। সহকর্মী বা অংশীদারদের সাথে কারণে অকারণে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। বুধ ও বৃহস্পতিবার আপনার সমস্ত বাধাই কেটে যওয়ার সুযোগ আসবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। মন কিন্তু ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারে নিবেশ থাকবে। শুক্র ও শনিবার— অর্থ উপার্জনের রুদ্ধ পথ খুলে যাবে। দীর্ঘ দিনের আটকে থাকা কলহ ও ফলতাত্ত্বা বোধ হবে। নতুন গৃহবাড়ি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

কুন্ড রাশি ঃ রবিবার— আকস্মিক কর্মপ্রাপ্তি বা কর্মের উদ্দেশ্যে দূর ভ্রমণ হতে পারে। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। সোম ও মঙ্গলবার— আপনার উন্নতি চোখে পড়ার মত থাকতে পারে। প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব, রোমাঞ্চ, বিনোদন সব কিছুতেই শুভ ফল পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার— বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দূর যাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করুন। ধর্ম রীতিনীতি ও প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারলে শুভ ফল পাবেন। শুক্র ও শনিবার— মনোরম, অর্থলব্ধ ও সুনাম-যশ বাড়বে। বাণিজ্যিক ভ্রমণ লাভদায়ক হবে। সান্ত্বনাদেশ সফল্য গৌরবান্বিত হবেন। নতুন গৃহবাড়ি বা যানবাহন ক্রয়ে সুযোগ আসবে। ভাগ্যের মান ৭৫ শতাংশ।

মীন রাশি ঃ রবিবার— ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, রোকরী ও দালালীতে আকস্মিক অর্থ উপার্জন হতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— বেকার যুবক-যুবতিগণ কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্ম, অর্থ, সুনাম-যশ প্রতিষ্ঠা অনেকগুণ বাড়বে। এই চেষ্টার মধ্যে আগপ্রচার, কুৎসিত নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার— আটকে থাকা কাজে সফলতা পাবেন। পাওনা টাকা আদায় হবে। বিদেশ গমন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন শুভ ফল দেবে। নিঃসন্তান দম্পতিরা শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবেন। শুক্র ও শনিবার— খরচ, দৃষ্টিচ্যুতা, সুখ-দুঃখ ও দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে আসবাবপত্র, জলের কল বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী মেরামতে নাজেহাল অবস্থা হতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

বাম প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, নিন্দা বামফ্রন্টের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। আগরতলা পুরনিগমের ২০নং ওয়ার্ডের বামফ্রন্ট মনোনীত সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী সোমা ঘোষ দেব তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শনিবারই রিটানিং অফিসার তথা সদর মহকুমাশাসকের কাছে তিনি তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন। সদর মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, সোমা ঘোষ দেবের আবেদন তিনি গ্রহণ করেছেন। এদিনই তা গৃহীত হয়েছে।

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে বাম প্রার্থীর এই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রার্থী সোমা ঘোষ দেব বলেছেন, তিনি অসুস্থ। তাই নির্বাচনে লড়তে পারবেন না। নিজের অসুস্থতার কারণেই তিনি তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এদিকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য নেতৃত্ব সরাসরি বলেছেন, বাম প্রার্থীদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিতে শাসক দলের নেতারা সরাসরি ময়দানে নেমেছে। সোমা ঘোষ দেবের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টিও সেই ধরনের চাপের ফল বলে মনে করছে বামফ্রন্ট সোম্া। এদিকে, আগরতলা পুর নিগমের ৪৯নং আসনের সিপিআইর প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতেও আক্রমণ করেছে দুর্বৃত্ত বাহিনী। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায়

অস্থি কলস পৌঁছল রাজ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। ইতিমধ্যে লখিমপুর কৃষক শহিদের শেখকৃত্য সম্পন্ন হবার পর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাদের ‘অস্থি কলস’ দেশের সমস্ত জেলাতে গুরুত্বপূর্ণ নদীর মোহনায় ভাসিয়ে দেবার সংযুক্ত কিষান মোর্চার কর্মসূচি চলছে। ত্রিপুরাতেও এই কর্মসূচি পালন করা হবে ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় এই, ‘অস্থি কলস’ পৌঁছেছে। শনিবার এই অস্থির বিভাজিত অংশ রাজ্যের আট জেলার সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরার নেতৃত্বের হাতে ভুলে দেওয়া হয়েছে। এরপর তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নদীতে বিসর্জন করবেন। এদিকে এই কর্মসূচি উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় চলছে। ত্রিপুরা-সহ অন্যান্য রাজ্যে এদিন থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এদিনের কর্মসূচির শুরুতে সাংবাদিক সম্মেলনে সংযুক্ত কিষান মোর্চার অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মতিলাল সরকার, ডা. যুধিষ্ঠির দাস, গোপাল দাস, সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। সংযুক্ত কিষান মোর্চার আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেন, সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্বে গত শ্রায় এক বছর ধরে তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনকে বানচাল করতে বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে জানান পবিত্র কর। এই চেষ্টার মধ্যে একপ্রচার, কুৎসিত কুৎসা, মিথ্যে রটনা, আন্দোলন হুলকে পুলিশের সাহায্যে প্রচার



সাংবাদিক সম্মেলনে পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা।

— ছবি নিজস্ব।

আজ রাতের ওগুধের দোকান

শংকর মেডিকেল স্টোর

৯৭৭৪১৪৫১৯২



ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সোমা ঘোষ দেব মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।

বাম প্রার্থীদের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আগরতলা পুর নিগমের বাম প্রার্থী বাড়ির বাড়িভরি ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে এদিন। তাছাড়া প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দানের অভিযোগও করা হয়েছে বামফ্রন্টের তরফে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী সামগ্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। অন্য ১৩টি নগর সংস্থায় ৫ নভেম্বর মনোনয়ন পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন সে সকল নগরগুলিতেও শাসক দল আশ্রিত সমাজ বিরোধীর দ্বারা লাগামহীন সন্ত্রাস সংগঠিত করা হচ্ছে। বাড়িঘরে আগুন লাগানো, ভাঙচুর করা, সম্পত্তি ধ্বংস করা থেকে শুরু করে টেলিফোনে প্রাণহানি ঘটানোর জন্য হুমকি ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে সিপিআই প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতেও দুর্বৃত্ত বাহিনী হামলা চালিয়েছে। শনিবার তার বাড়িতে দুর্বৃত্ত বাহিনী হামলা চালিয়ে তরফে ভুলে থরে পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়েছে। এদিকে সিপিআইএম রাজ্য

পুলিশ ও প্রশাসনের ধারাবাহিক নির্লিপ্ততা এবং শাসক বিজেপি দলের দ্বারা সংগঠিত বঙ্গাহীন সন্ত্রাসের কারণে ৭টি নগর সংস্থায় সিপিআইএম-সহ অন্যান্য বিরোধী দল সমুহও মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। সেখানে ইতিমধ্যে নির্বাচকমন্ডলীর সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। অন্য ১৩টি নগর সংস্থায় ৫ নভেম্বর মনোনয়ন পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন সে সকল নগরগুলিতেও শাসক দল আশ্রিত সমাজ বিরোধীর দ্বারা লাগামহীন সন্ত্রাস সংগঠিত করা হচ্ছে। বাড়িঘরে আগুন লাগানো, ভাঙচুর করা, সম্পত্তি ধ্বংস করা থেকে শুরু করে টেলিফোনে প্রাণহানি ঘটানোর জন্য হুমকি ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে সিপিআই প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতেও দুর্বৃত্ত বাহিনী হামলা চালিয়েছে। শনিবার তার বাড়িতে দুর্বৃত্ত বাহিনী হামলা চালিয়ে তরফে ভুলে থরে পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়েছে। এদিকে সিপিআইএম রাজ্য



সিপিআই প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতে রাতে দুর্বৃত্তদের হানা।

নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছে সুস্থ এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন সম্পাদন করার স্বার্থে প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা করুন। সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে অবাধে নির্বাচনি প্রচার সংগঠিত করতে পারে তার রাজ্য কমিটি এই ধরনের গর্হিত সাথে যুক্ত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এই দাবি বামফ্রন্টের। এদিকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী বিলোনিয়া, ধর্মনগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় যেসব ঘটনা ঘটেছে সেসব বিষয়গুলো রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবগত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রিটানিং অফিসারের ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদিকে সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির তরফে জানানো হয়েছে আগরতলা পুর নিগমের ২০নং আসনের বামফ্রন্ট মনোনীত

প্রার্থী সোমা ঘোষ দেবের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবগত। ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটি মনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা করুন। সমস্ত রাজ্যের তীর ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছে। রাজ্যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনি বাতাবরণ তৈরি হোক এই আশা ব্যক্ত করেছে ফরোয়ার্ড ব্লক। তার পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত বিরোধী দলের প্রার্থীদের নিরাপত্তা বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাচ্ছে সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক। এদিকে, বামফ্রন্ট মনোনীত আগরতলা পুর নিগমের ৪৯নং ওয়ার্ডের সিপিআই প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। এই বিষয়টি দলের তরফে ভুলে থরে পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

আসছেন ড. অজয় কুমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। আগামী ৯ নভেম্বর ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। কংগ্রেস কো-অর্ডিনেটর এবং মোটিভেটরদের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ৯ নভেম্বর সকাল ১০টায় এই কর্মসূচি

শুরু হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন এআইসিদি'র অন্যতম নেতা তথা ত্রিপুরা ইনচার্জ ড. অজয় কুমার। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিং সিংহা এই বিষয়গুলো জানিয়ে বলেছেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য, জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি, বিভিন্ন সাংগঠনিক পদাধিকারীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে।

আজ রাজ্যে শান্তনু ঠাকুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলছে মতুয়া মহাসমাবেশ। রবিবার বিকাল ৩টায় মুক্তধারায় অনুষ্ঠিত হবে মহাসমাবেশ ও সংবর্ধনা সভা। ৮ নভেম্বর অনুরূপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে কমলপুর নন্দকিশোর স্কুল ময়দানে। মতুয়া ভক্তগুপ্তের তরফে জানানো হয়েছে এই মহাসমাবেশ ও সংবর্ধনাঙ্গণন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের মহাসংঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর, সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর, সাধারণ সম্পাদক মহীতোষ বৈদ্য, ছাত্র যুব মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি তম্রায় বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় আগরতলা বিমানবন্দরে মতুয়া মহাসংঘের তরফে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হবে। আগরতলা মুক্তধারা ও কমলপুর ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন মতুয়া মহাসংঘের মহাসংঘাধিপতি-সহ অন্যান্যরা। রাজ্যে প্রথমবারের মতো এই আয়োজন ঘিরে ব্যাপক প্রচার চলছে।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। বেহাল অবস্থা অসম- আগরতলা জাতীয় সড়ক। জিরানিয়া মহকুমা এলাকায় রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ। প্রতি নিয়তই এই রাস্তায় যান দুর্ঘটনা হচ্ছে। শনিবারও সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ যান দুর্ঘটনা হয়েছে। এবার বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক বৃদ্ধ। তার মাথায় কোনও উদ্যোগ নেই। এই কারণেই জিরানিয়ার দিক থেকেই

বৃদ্ধ। কোবরাপাড়ায় খারাপ রাস্তার কারণে দুর্ঘটনায় পড়ে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে নেওয়া হয় জিরানিয়া হাসপাতালে। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি দুর্ঘটনা হচ্ছে। শনিবারও সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ যান দুর্ঘটনা হয়েছে। এবার বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক বৃদ্ধ। তার মাথায় কোনও উদ্যোগ নেই। এই কারণেই জিরানিয়ার দিক থেকেই

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৪৫												
			4	8	2			7	6			
1	7		6									
6	8			7	1	5			2			
5	2								1			
4		6		2	7			5	3			
8		7	5	3		2			4			
							2	1			8	
		4	1					8		2	5	
		6	8	7							4	1

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ব্যবহার ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৪৪ এর উত্তর

1	6	2	3	9	4	8	5	7
7	5	8	1	6	2	4	9	3
9	3	4	5	7	8	1	6	2
8	1	6	9	4	7	2	3	5
3	9	5	2	1	6	7	4	8
2	4	7	8	5	3	9	1	6
6	2	9	4	8	5	3	7	1
4	7	3	6	2	1	5	8	9
5	8	1	7	3	9	6	2	4

যুবকের বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৬ নভেম্বর।। দয়াল দেবনাথ (২২) নামে এক যুবকের বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এলাকাবাসীর ধারণা শুক্রবার রাতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন ওই যুবক। তবে আত্মহত্যার পেছনে মূল রহস্য কি তা রয়েছে প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। এলাকায় এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার কাঁঠালিয়া ব্লক স্কুলের উত্তর মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকার পলাশ ফেড়ের পাশে একটি কাঁঠাল গাছে যুবককে বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। এরপরই যাত্রাপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রত্যক্ষ করে যুবকের বাবা রামাথ দেবনাথকে খবর দিয়ে বুলন্ত মৃতদেহটি নিয়ে আসে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে। অত্যন্ত হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিল দয়াল দেবনাথ। তার ছোট ভাই ও মা-বাবা নিয়ে ৪ জনের সংসার। শুক্রবার ওই যুবক বাড়ি থেকে অর্কেস্ট্রা দেখার জন্য গ্রামের মলচেপা কলোনিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। যুবকটির মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

আক্রান্ত নামলো ৭-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নামলো। একই সঙ্গে নামলো করোনা সংক্রমণের হারও। রাজ্যে বাড়ানো হয়েছে সোয়াব পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার রাজ্যে ৭জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এরা সবাই পশ্চিম জেলার। তবে পরীক্ষার সংখ্যাও এক লাফে বাড়ানো হয়েছে ৫ হাজার ৩৩ জনে। সংক্রমণের হার ছিল .১৪ শতাংশে। করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ১৬জন। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ১২৩জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসারীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে বেশ কয়েক মাস পর ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ১০ হাজারে। তবে আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। ৩৯২ জন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন ২৪ ঘণ্টায়।

আহত ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম দুই যুবক। এই ঘটনা আমতলি থানার রানিরখামার আচার্য পাড়ায়। বাইক নিয়ে দুই যুবক রামগতি এলাকা থেকে নাছিরনগরে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনায় শিকার হন তারা। আহত যুবকরা মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে। তাদের গুরুতর অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শহরে ফের চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। শহরে চুরি কিছুতেই থামছে না। এবার যোগেন্দ্রনগর বর্মণটিলায় বিধুপদ পালের বাড়িতে চোরচক্র হানা দেয়। এই বাড়ি থেকে নগদ টাকা-সহ স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চোররা। ঘরে কেউ না থাকার অভ্যুহাতে এই চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, আগরতলায় ব্যাপক হারে চুরি বেড়েছে। একের পর এক চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ শহরবাসীরা।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেই বিজেপির সন্ত্রাসঃ সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ নভেম্বর।। নিশ্চিত পরাজয় জেনেই পুর নির্বাচনে শাসক দলের হামলা, ঝঙ্কুতি, শারীরিক নিগ্রহ ও বাড়িঘর ভাঙচুর-সহ পরিকল্পিত সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। বিরোধী দলকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখে গায়ের জেরে একতরফাভাবে পুর পরিষদ দখলের জন্যই তারা বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। প্রস্তাবকদের কাছ থেকে জোর করে স্বাক্ষর আদায় করছে। এই অভিযোগ করেছেন সিপিআইএমের খোয়াই মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ। শনিবার বিকেলে পাটির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এনিম বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম'র খোয়াই মহকুমা সম্পাদক পঞ্চকুমার



দেববর্মা ও পাটির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্মল বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ ভেমিক। সিপিআইএম'র মহকুমা সম্পাদক পঞ্চকুমার দেববর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে জানান, পুর নির্বাচনে বিজেপি খোয়াইয়ে বামফ্রন্ট-সহ বিরোধী দলের ওপর ভয়াবহ সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। কারণ, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়

জিতবে না। মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন তাদের। তাই বামফ্রন্ট প্রার্থী-সহ তাদের প্রস্তাবক এমনকি বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা করছে তারা। মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দিয়ে সূচ্য ও অবাধ নির্বাচন করার সং সাহস নেই তাদের। ইতি মধ্যে একজন প্রার্থীকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের কাগজ জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। যা চলছে এটা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বামফ্রন্টের প্রার্থী হয়েছেন। তার বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হামলা হলো। অথচ আবার শাসক দলের মেকি শিক্ষক দরদি নেতারা ই শিক্ষক দিবসে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পা ধুয়ে দিচ্ছে। তারা মেকি শিক্ষক দরদি বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতৃবৃ

জম্পুইজলায় নাগরিক অধিকার মঞ্চ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চিঙ্গিল, ৬ নভেম্বর।। জম্পুইজলায় বিভিন্ন অংশের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে নাগরিক অধিকার মঞ্চ। শনিবার জম্পুইজলা মহকুমার মসজিদ এলাকা থেকে ৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রমোদনগর সিনিয়র মাত্রাসায এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিটি এলাকার সব অংশের প্রতিনিধিরা মহকুমার বিভিন্ন সমস্যার কথা বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সভায় দীর্ঘসময় আলোচনা ও পর্যালোচনা করে জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি



সমাজ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির সভাপতি

জাকির হোসাইন সহ-সম্পাদক রিয়াদ হোসেন, সহিদ মিয়া, হানিক মিয়া, কোবাখ্যক দুলাল মিয়া। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত দিগ্ভাস্তমুহগৃহীত হয়- জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি মসজিদ এলাকার রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন সমূহের সমন্বয় সাধনে সর্বসম্মতিক্রমে ‘জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চ’ নামকরণ করে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়। আগামী ১৯ নভেম্বর ‘জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চের প্রমোদনগর সিনিয়র মাত্রাসায এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

মরণ ফাঁদে পরিণত রাস্তার পাশের ড্রেন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ নভেম্বর।। মোবাইল টাওয়ার কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং

মাধবটিলা পাড়ার সম্পূর্ণ রাস্তার পাশে ড্রেন করে পাইপলাইন সস্ত্রাসারণের পর নামমাত্র কিছু মাটি দিয়ে ড্রেন ভরাটি করা হয়। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই বৃষ্টির জলে সেই ড্রেনের মাটি সরে গেছে। যার ফলে সেই আগের মত ৫ ফুট গভীর ড্রেনের সৃষ্টি হয়েছে। পাড়ার লোকজন টাওয়ার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালেও এখানে পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই পাড়ার লোকজন রাস্তার পাশের এই ড্রেনের কারণে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এই পাড়ায় মূলত ১৫ পরিবারের বসবাস। বেশিরভাগ বাড়িঘরেই শিশু আছে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা যেকোন সময় শিশুরা ড্রেনে পড়ে যেতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নষ্ট মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। শহরে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নষ্ট করার অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনায় পূর্ব থানায় শনিবার একটি মামলাও জমা পড়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে এই মামলাটি করা হয়। তাদের দাবি, চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ বেশ কিছু প্রচার সজ্জা করা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা মুখ্যমন্ত্রীর ফটো এবং বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট করেছে। এই ঘটনায় সূচ্য তদন্তের দাবিতে মামলা দায়ের হয়েছে পূর্ব থানায়।

স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ শিক্ষিকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ নভেম্বর।। স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করলেন এক শিক্ষিকা। ঘটনা উদয়পুর আরকপুুর থানাধীন জগন্নাথ দিঘির পশ্চিমপাড় এলাকায়। ২০১৮ সালে শিক্ষিকার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় বর পক্ষের দাবি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার-সহ যাবতীয় আসবাবপত্র দেওয়া হয় পাত্রী পক্ষের তরফে। কিন্তু বিয়ের তিন-চার মাস পর থেকেই শিক্ষিকার এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু শিক্ষিকা ওই সময় অসুস্থ

হয়ে পড়েন। তাকে আগরতলার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্ত স্বামী কিংবা তার পরিবারের লোকজন চিকিৎসার খরচ দেয়নি বলে অভিযোগ। লোকলজ্জার ভয়ে এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিকা সবকিছু চেপে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের দাবি মত ব্যাকের পাসবুক, চেকবুক, এটিএম কার্ড সবকিছুই স্বামীর হাতে তুলে দেন। কিছুদিন পর শিক্ষিকার এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু শিক্ষিকা ওই সময় অসুস্থ

হয়ে পড়েন। তাকে আগরতলার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্ত স্বামী কিংবা তার পরিবারের লোকজন চিকিৎসার খরচ দেয়নি বলে অভিযোগ। লোকলজ্জার ভয়ে এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিকা সবকিছু চেপে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের দাবি মত ব্যাকের পাসবুক, চেকবুক, এটিএম কার্ড সবকিছুই স্বামীর হাতে তুলে দেন। কিছুদিন পর শিক্ষিকার এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু শিক্ষিকা ওই সময় অসুস্থ

অভিযোগ। এমনকি নির্যাতনও চলতে থাকে। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষিকাকে টাকার জন্য প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছিল বলে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকি শিক্ষিকাকে বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য তার মা এবং বড় ভাই শ্বশুরবাড়িতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়। তাই নির্যাতিতা শিক্ষিকা আরকপুুর মহিলা থানায় তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শিক্ষিকার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ নভেম্বর।। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গ্রাহকদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। ধর্মনগরের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শাখার কাজকর্ম নিয়ে অনেক দিন ধরে স্থানীয় গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ। সর্বশেষ একজন শিক্ষিকা ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগারে দিয়েছেন। শিক্ষিকার কথা অনুযায়ী মাসের শুরুতেই তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা এসেছিল। ২ নভেম্বর হঠাৎ তার মোবাইলে মেসেজ আসে ১৮,৩১৯ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ভুল হয়েছে। পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুক যায়। আবার ও নভেম্বর শিক্ষিকার মোবাইলে মেসেজ আসে ১১,৬০৪ টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। ফের একবার শিক্ষিকা ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে জানতে চান কি কারণে পুনরায় টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ম্যানেজার কোনো উত্তর দেননি। পরে আবার সেই টাকা শিক্ষিকার অ্যাকাউন্টে চলে আসে। ৫ নভেম্বর পুনরায় শিক্ষিকার মোবাইলে মেসেজ আসে ১১,৬০৪ টাকা পুনরায় কেটে নেওয়া হয়েছে। ওই দিন তিনি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। পরদিন স্নাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি আর যোগাযোগ করে উঠতে পারেননি। আগামী সোমবারের আগে তিনি আর জানতে পারবেন কি কারণে তার অ্যাকাউন্ট

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি, আহত তিন




প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটি করায়া, ৬ নভেম্বর।। কুমারঘাট রতিয়াবাড়ি এসবিআই শাখার পাশে শনিবার ভোরে একটি স্করপিও গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। যার ফলে গাড়ি তে থাকা তিনজন আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা আহতদের উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, আহতদের বাড়ি আগরতলায়। এমএল০৫এইচ২০১২ নম্বরের স্করপিও গাড়িটি কুমারঘাট থেকে

আগরতলার দিকে আসছিল। কোনো কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। যার ফলে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে থাকা গাড়িটি দুর্ঘটনায় গাড়ির বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় লোকজন বিকট আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা দেখতে পান গাড়ি তে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, আহতদের বাড়ি আগরতলায়। এমএল০৫এইচ২০১২ নম্বরের স্করপিও গাড়িটি কুমারঘাট থেকে

কংগ্রেসের প্রচার সজ্জা নষ্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ নভেম্বর।। কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহার প্রচারে লাগানো ফ্লেক্স ও দলীয় পতাকা নষ্ট করার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। দেখা দেয় রাজনৈতিক উত্তেজনা। কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিদ্যানগর প্রবেশের মুখে প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো দুটি বড় ফ্লেক্স ও অসংখ্য ফ্লাগ রাস্তার আধারে দুর্ভ্রুতি পাশের নদীমায় ফেলে দেয়। সফলবেলা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ হতেই প্রার্থী-সহ কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহা সমস্ত বিষয়টি কৈলাসহর থানার নজরে এনে এই ঘটনার সূচ্য তদন্ত দাবি করেন। একই সাথে এ ধরনের ঘটনার বিচারভার তিনি জনগণের উপর ছেড়ে দেন। তিনি প্রতিক্রিয়া বলেন, এ বছর কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ টি ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৭টি ওয়ার্ডের প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস দল। যেহেতু কৈলাসহরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বাড়ি তাই পুর পরিষদ নির্বাচনে অন্যান্য জায়গার তুলনায় বাড়তি গুরুত্ব দেবে কংগ্রেস। এক্ষেত্রে কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে শাসক দলের প্রার্থীর সাথে জোর প্রতিযোগিতা হওয়ার সজ্জানা রয়েছে কংগ্রেস দলের প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহার। স্বাভাবিকভাবেই প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি	
কোভিড ভ্যাক্সিন বিষয়ক	
এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও উনকোটি জেলায় এখনো যারা কোভিড ভ্যাক্সিনের ২-য় ডোজ নেননি, অথবা এখনো ১-ম ডোজ নেননি তারা যেন অতি সত্বর নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়ে টিকাকরণ সম্পূর্ণ করেন।	
নিবেদক	
জেলাশাসক ও সমাহর্তা,	
ICA-D-1194-21	উনকোটি, ত্রিপুরা
	
Name of the child : Debarati. শিশুটির নাম দেবারতি।	
পিতা ও মাতার নাম জানা নেই। জন্মের তারিখ ২৯-০৮-২০২১। উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে আগরতলা বিশেষ শিশু দন্তক গৃহে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতার কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে খোয়াই জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অনাথায় এই শিশুটিকে পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। যোগাযোগ টিকানা - শিশু সুরক্ষা কমিটি, খোয়াই জেলা, ফোন- ৯৪৩৬৫১৮৭৪১ / ৯৪৩৬৪৬২৪৬৪ / ৯৪৩৬৫০১৫৬৪।	
স্বাক্ষর	
অস্পষ্ট	
জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক	
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়	
খোয়াই জেলা, ত্রিপুরা।	
ICAD-1201-21	

PRESS NIEt. No. 55/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 Dated, 25/10/2021			
The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy for SI.No. 7, 8 & 11) and also having trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI. No.9 & 10) for the following works :-			
Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIEt.No. 252/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 47,66,646.00	Rs. 47,666.00
2	DNIEt.No. 253/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 49,17,151.05	Rs. 49,172.00
3	DNIEt.No. 254/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 49,68,846.70	Rs. 49,688.00
4	DNIEt.No. 255/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 33,69,698.45	Rs. 33,697.00
5	DNIEt.No. 256/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 46,89,219.36	Rs. 46,892.00
6	DNIEt.No. 257/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 13,80,532.00	Rs. 13,805.00
7	DNIEt.No. 258/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 15,58,527.00	Rs. 15,585.00
8	DNIEt.No. 259/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 15,58,527.00	Rs. 15,585.00
9	DNIEt.No. 260/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 9,70,625.00	Rs. 9,706.00
10	DNIEt.No. 261/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 9,70,625.00	Rs. 9,706.00
11	DNIEt.No. 262/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 46,04,550.00	Rs. 46,046.00
Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 16-11-2021			
Place, Time and date of opening of online bid : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 16-11-2021 if possible			
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No-III, Udaipur / Kakrabani/ Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompli and the website https://www.tripuratenders.gov.in (ER. S.H Jamatia) Executive Engineer DWS Division Udaipur Gomati District, Tripura			
ICA/C-2585-21			

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ নভেম্বর।। দেড় বছরের শিশু কৃষ্ণ দেবনাথ জন্মের পর থেকে অসুস্থ। প্রথমে তার পরিবারের সদস্যরা অসুস্থতার কারণ বুঝতে পারেননি। পরে চিকিৎসক শিশুটিকে দেখে জানিয়ে দেন তার শরীরে খাদ্যনাসী নেই। যার ফলে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। বিশালগড় জঙ্গলিয়া এলাকার উত্তম দেবনাথ এখনও পর্যন্ত তার সন্তানের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেননি। উত্তম দেবনাথ পেশায় একজন স্বর্ণকার।



অন্যের দোকানে কাজ করেন তিনি। পরিবারটি খুবই গরিব।

এই অবস্থায় শিশুটির উন্নত চিকিৎসা করানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার পরও ধার-দেনা করে উত্তম দেবনাথ এবং তার স্ত্রী কাকুলি দেবনাথ শিশুপুত্রকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে শিশুর চিকিৎসা হয়। তখনই হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছিলেন, দেড় বছর বয়সে শিশুর অপারেশন করা হলে তাকে সুস্থ করে তোলা যাবে। যেহেতু এখন শিশুর বয়স দেড় বছর হয়েছে তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখনই অপারেশন করা প্রয়োজন। কিন্তু শিশুর বাবার পক্ষে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার অপারেশন করানো সম্ভব

নয়। তাই সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে উত্তম দেবনাথ তার দুধের শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্য সবার উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জানান, সাহায্য চেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে ছুটে গিয়েছি লেন। কিন্তু নেতাদের তরফ থেকে কোনো সাহায্য করা হয়নি। তার কথা অনুযায়ী অপারেশন করাতে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই অবস্থায় শিশুকে সুস্থ করে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিশুর প্রাণ রক্ষায় আর্থিক সাহায্য করার জন্য।

জানা অজানা

জলবায়ু পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের মহামারি

বর্তমান করোনা মহামারিতে থমকে গেছে পৃথিবী। ইতিমধ্যে লাখ লাখ মানুষ মারা গেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেকেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন, অনেকে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত ও ফুসফুসের নানা সমস্যায় ভুগছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যেভাবে বিপর্যস্ত করেছে জনজীবনকে, তা দেখে অনেক অসহায়বোধ বেড়েছে মানুষের মনে। যদিও একাধিক ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং বেশ কিছু ভাকসিন ট্রায়াল এখনো চালু রয়েছে, তা সত্ত্বেও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। এ মহামারি চলে যাওয়ার পরও এর প্রভাব দীর্ঘদিন ভোগাবে মানবসভ্যতাকে। প্রশ্ন হলো, এটাই কি শেষ? নাকি অদূর ভবিষ্যতে আরও কোনো বড় বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য? জলবায়ু পরিবর্তন একবিশ্ব শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। মানুষের অদূর ভবিষ্যতে আরও অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশ ও জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের অতুৎপূর্ব ক্ষতি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এটিকে ‘মানবজাতির জন্য সর্বকর্তব্য’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন শুরু

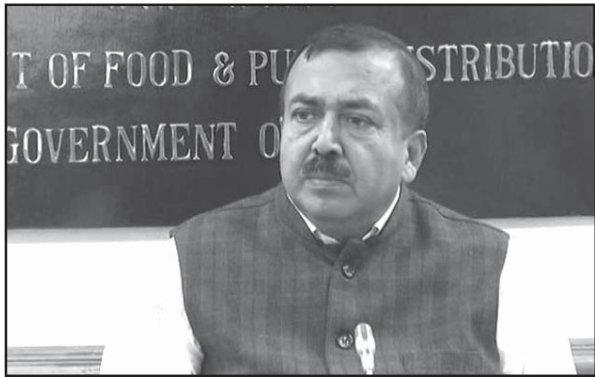
উদ্ভূত হয়ে পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই—অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস বাতাসে নির্গত করে; যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে আরও ত্বরান্বিত করে। কানাডার উত্তরে যেখানে তাপমাত্রা সচরাচর ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানেও বরফ গলা শুরু হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে স্থান বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল, তা আর এখন আগের অবস্থায় ফিরছে না। রোমানোভস্কি আরও উল্লেখ করেন, পার্মাফ্রস্টের এই বরফ গলার ঘটনা পুরোনো নয়। ১৯৯০ সালের দিকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি ত্বরান্বিত হচ্ছে। আগামী দশকে এই বরফ গলার হার সর্বেচ্চ মানে পৌঁছাতে পারে বলেও তিনি মনে করেন। আর এর ফলেই বরফের নিচে আটকে পড়া ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স মস্কোর আবহাওয়া বিভাগের দুজন গবেষক বোরিস রেভিচ ও মারিনা পডলনায়ার ২০১১ সালের গবেষণাপত্র অনুসারে, পার্মাফ্রস্টের বরফ গলার কারণে আঠারো ও উনিশ শতকেই অনেক প্রাণহানী রোগ আবার ফিরে আসতে পারে। বিশেষ করে এসব রোগের বিস্তার হতে পারে সেসব এলাকায়, যেখানে রোগে



হয়েছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং মেরু ও অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলের বরফ গলা শুরু হয়েছে। এতে যে শুধু সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের ক্ষতি হবে তা নয়, পুরো মানবজাতির জন্যই তা মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে নতুন নতুন মহামারির আবির্ভাব হতে পারে, এ বিষয়কে মানুষ এ পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ বিষয়ে যে ঘটনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটি হলো ২০১৬ সালে মেরু অঞ্চলে হঠাৎ অ্যানথ্রাক্স রোগের প্রাদুর্ভাব। ২০১৬ সালের আগস্টে রাশিয়ার সাইবেরিয়ান তুন্ড্রা অঞ্চলের প্রত্যন্ত ইয়ামাল উপদ্বীপে ১২ বছরের এক কিশোর অ্যানথ্রাক্সে মারা যায় এবং কমপক্ষে ২০ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায়, ৭৫ বছর আগে এ এলাকায় একটি বন্ধা হরিণ আনথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং এর মৃতদেহ বরফে চাপা পড়ে। বরফে ঢাকা পড়া এসব ভূমিকে বলা হয় ‘পার্মাফ্রস্ট’। ২০১৬ সালের তীব্র দাবদাহে এই ভূগর্ভস্থ হিমায়িত অঞ্চল গলতে শুরু করে। ফলে বন্ধা হরিণের মৃতদেহটি বাইরের পরিবেশের সংস্পর্শে আসে এবং আশপাশের মাটি, পানি ও খাদশৃঙ্খলে অ্যানথ্রাক্স ছড়িয়ে পড়ে। দুই হাজারের বেশি বন্ধা হরিণ এবং বেশ কিছু মানুষও তখন অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আরও বেশি পার্মাফ্রস্টের বরফ গলতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রীষ্মকালে যেখানে প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার গভীরতার বরফ গলে, এখন উষ্ণায়নের কারণে এই হার কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। আর এর ফলেই প্রাদুর্ভাব হতে পারে নতুন রোগের, হতে পারে ভয়ংকর মহামারি। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূপদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পার্মাফ্রস্ট বিশেষজ্ঞ ড্রাডিমির রোমানোভস্কি বলেন, পার্মাফ্রস্টে জমে থাকা বরফ দ্রবীভূত হলে এর ভেতরে আবৃত থাকা ভূমি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প বন্ধ কেন্দ্রের



নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর।। করোনা নামক মহামারী যখন বহু মানুষের হাতের কাজ আর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল, তখন সরকারের দেওয়া বিনামূল্যে রেশনই তাঁদের দুঁবেলা অন্ন জুটিয়েছে। লকডাউন মিটে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই সেই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা বন্ধ করার ইঙ্গিত দিল কেন্দ্র। মোদি সরকারের বক্তব্য, দেশের আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে এখন অনেকটাই ভাল। তাই বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। শুক্রবার **কেন্দ্রের খাদ্যসচিব সুধাংশু পাণ্ডে** জানিয়েছেন, ৩০ নভেম্বরের পরও বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে কোনও প্রস্তাব নেই। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং কেন্দ্রের খোলা বাজারে বিক্রয় প্রকল্প নীতির জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য ভাল বিক্রির কারণে প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ যোজনায় আর বিনামূল্যে রেশন বিতরণের প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে আসেনি। এদিন পাণ্ডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, “দেশে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ভালভাবেই হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের ওএমএসএস নীতিতে এবার খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রিও ব্যতিক্রমীভাবে ভাল। সে কারণে প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ যোজনার মেয়াদ বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব আমাদের কাছে নেই।”কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশজুড়ে লকডাউনের জেরে বিধস্ত পরিস্থিতিতে গতবছর মার্চে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা ঘোষণা করে। প্রাথমিকভাবে এপ্রিল থেকে জুন মাসের জন্য এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে ধাপে ধাপে এই প্রকল্প ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনের অধীনে থাকা ৮০ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ পেয়েছেন। লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে ব্যবহার এই প্রকল্পের সুখ্যাতি শোনা গিয়েছে। এমনকী রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনশেও এই প্রকল্পের কথা বুক বাড়িয়ে বলেছেন মোদি। কিন্তু বড় কোনও মত পরিবর্তন না হলে এই প্রকল্প এবার বন্ধ হতে চলেছে।

পেট্রোল-ডিজেলে ভ্যাট কম করেনি বাংলা-সহ ১৪ রাজ্য!

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর।। কেন্দ্রের পথ ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর ভ্যাট কমিয়েছে ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকা। এখনও ১৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকা এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ঘটনাচক্রে যে কটি রাজ্য এখনও জ্বালানি তেলের উপর ভ্যাট কমায়নি, সেই সবকটিই বিরোধী শাসিত রাজ্য। শুক্রবার রাতে নজিরবিহীনভাবে আলাদা করে এই রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। যা কিনা আসলে চাপ বাড়ানোরই কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গত কয়েক সপ্তাহে পেট্রোল এবং ডিজেলের

লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে নাভিস্থাস উঠাছিল আম আদমির। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে পেট্রোল ১১০টাকা এবং ডিজেল ১০০ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে চাপ বাড় ছিল কেন্দ্রের উপরও। সম্প্রতি ১৩ রাজ্যের উপনির্বাহনও এর প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দিওয়ালির ঠিক আগে আগে জ্বালানি তেলের শুক্ক বড়সড় ছাড় ঘোষণা করে মোদি সরকার। একধাক্কায় ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি ১০ টাকা এবং পেট্রোলের দাম লিটারপ্রতি পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই এনডিএ তথা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি একে

একে পেট্রোল ও ডিজেলে শুক্ক কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। একধাক্কায় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম অনেকটা কমে যাওয়ায় বিরোধীদের উপর চাপ যে অনেকটাই বেড়ে যায়, তা বলাই বাহুল্য। এবার কেন্দ্র সরকারিভাবে ওই রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করে চাপ আরও বাড়ানো। যে ২২টি রাজ্য কেন্দ্রের পথ ধরে পেট্রোল ও ডিজেলে ভ্যাট কমিয়েছে, সেই রাজ্যগুলির আলাদা করে প্রস্তুতি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নজিরবিহীন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা-সহ সেই ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পাল্টে যেতে পারে পুরীর নাম!

ভুবনেশ্বর, ৬ নভেম্বর।। জগন্নাথ দেবের ধাম পুরী। বাঙালির অন্যতম প্রিয় স্থান। সময় পেলেই কেউ চলে যান বেড়াতে, কেউ যান জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে। এই পুরীর নাম পাল্টানোর দাবি উঠল। আর তা নিয়েই জোর চর্চা ওড়িশার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহলে। শোনা গিয়েছে, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরীর নাম পাল্টানোর দাবি জানানো হয়েছে। শ্রী জগন্নাথ মন্দির ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকেও বিষয়টি তোলা হয়েছিল। সেখানে প্রায় ৩০টি সংগঠন উপস্থিত ছিল। অনেক নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাবি জানানো হয় জগন্নাথ ধাম পুরী এবং জগন্নাথ পুরী নাম দু’টি। এ বিষয়ে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সূচনা’র সেক্রেটারি রাজেশ কুমার মোহান্তি জানান,

অনেক জায়গাতেই পুরীকে জগন্নাথ পুরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। একাধিক পুরাণেও জগন্নাথ পুরীর কথা লেখা হয়েছে। কিছুদিন আগে পুরী গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনিও নাকি পুরী ধামের নাম বদলের পক্ষে। অবশ্য, পুরীর নাম না পাল্টানোর পক্ষেও অনেকে মত দিয়েছে। পুরীর গোবর্নর মঠের শংকরচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মতে, পুরীর নাম বদলানোর কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ সারা বিশ্বে পুরী মানেই জগন্নাথ দেবের ধাম। তিনি জানান, ঝরকা পুরী, মথুরা পুরী বা অযোধ্যা পুরীর মতো ধামের সঙ্গে পুরী শব্দটি এমনিতেই জড়িত। শুধুমাত্র জগন্নাথ দেবের ধামের ক্ষেত্রে শুধু পুরী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর পুরী নামটির সঙ্গে স্বয়ং জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য জড়িয়ে রয়েছে। সেটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুরীর পরিচয় বদলানোর কোনও প্রয়োজন নেই বলেই মত তাঁর।

লাইফ স্টাইল

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিলেই কমবে ওজন

বাজার কাঁপিয়ে বিক্রি হচ্ছে ওই ওষুধ!



লো ক্যালোরি ডায়েট। কম খাওয়া দাওয়া। কিন্তু খিদে যে মেটে না! সেই সমস্যারই সুরাহা এনেছিল এক স্প্রায়। অত্যন্ত ওই সংস্থার তরফে এমন দাবি করা হয়েছে। ওই সংস্থার দাবি, ওষুধ নিলেই কমবে খিদে। ফলে কমবে ওজন। আর সেই লোভেই হু হু করে বিক্রি হচ্ছে ডেনমার্কের সংস্থা-এর ওয়েট লসের ওষুধ। ওষুধটির নাম উইগোভি। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিতে হয়। সপ্তাহে একটি করে নিলেই হবে। তাতেই কমবে খিদে। এর ফলে প্রায় ১৫ কেজি পর্যন্ত

ওজন কমতে পারে বলে দাবি প্রস্তুতকারকদের। এই একটি ওষুধের প্রভাবেই প্রস্তুতকারক সংস্থার আয় প্রায় ৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থার সিইও লার্স ফ্রয়রাগার্ড জর্গেনসেন বুধবার বলেন, অতিরিক্ত ওজন থাকলে কোভিড-১৯ রোগীদের জটিলতা আরও বাড়তে পারে। ফলে মহামারীতে অনেকে ওজন কমানোতে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। এই ওষুধটিই প্রথম প্রেসক্রাইবড স্লিমিং ওষুধ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭ বছরের জন্য ছাড়পত্র

পেয়েছে। উল্লেখ্য, মার্কিন মূল্যকেই প্রাপ্তবয়স্কদের বেশিরভাগেরই ওজন বেশি। খারাপ জীবনযাত্রার কারণে অনেকেই ওজন কমাতে স্ট্রাগেল করেন। আর সেই কারণেই সেদেশে তুঙ্গে এই ওষুধের চাহিদা। অবস্থা এমনই যে, দোকানে গিয়েও কিনতে পারছেন না অনেকে। সংস্থার সিইও এ প্রসঙ্গে বলেন, “এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা সমস্ত রোগীদের সহায্য করতে পারছি না।” তিনি জানান, এই সমস্যার সুরাহার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগামী

বছরের মধ্যে প্যাকেজিং ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নভোভার্ডিক সংস্থা মূলক ডায়াবেটিস স্ক্রোভ ওষুধ প্রস্তুতের জন্য পরিচিত। ওজন কমানোর ওষুধ এই প্রথম আনল সংস্থাটি। আর তাতেই বাজিমাট। ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ১০০ কোটি ব্যক্তি স্থূলকায় হয়ে যাবেন। এর ফলে আগামীদিনে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়বে পড়েই নয় বরং। স্বাস্থ্য খাতে খরচও বেশি হবে।

দেশমুখের ১৪ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ

মুম্বই, ৬ নভেম্বর।। আর্থিক তহরুপ মামলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিল বিশেষ আদালত। তাঁকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার এনসিপি নেতা দেশমুখকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। ১২ ঘণ্টা জেতার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশমুখের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। মুম্বই পুলিশের কমিশনার পরম বীর সিংহ দেশমুখের বিরুদ্ধে আর্থিক তহরুপের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, পুলিশ আধিকারিক শচীন ওয়াজেকে প্রতি মাসে হোটেল এবং বারগুলি থেকে ১০০ কোটি টাকা তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে দেশমুখ সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করেন। অন্য অভিযুক্ত শচীন ওয়াজেকেও আর্থিক তহরুপের মামলায় গত শনিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

‘মদমুক্ত’ বিহারে বিষমদ কাণ্ডে

মৃত্যু বেড়ে ৬৮

পাটনা, ৬ নভেম্বর।। বিহারের বিষমদ কাণ্ডে লক্ষিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শনিবার সমষ্টিপুর থেকে আরও চারজনকে মৃত্যুর খবর মিলেছে। অসুস্থ বহু। এনিয়ে টানা তিনদিন মৃত্যুর খবর মিলল নীতীশ কুমারের রাজ্য থেকে। বিষমদ খেয়ে বিহারে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৮। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে বিহারে নিষিদ্ধ মদ। তার পরেও একাধিকবার সে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মৃত্যুর খবর মিলেছে। দেখা গিয়েছে, নেশার টানে বিষমদেই চুমুক দেয় মদ্যপেয়ীরা। আর তার জেরেই প্রতি বছরই একাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিহারে মদ নিষিদ্ধ। অথচ উৎসবের আবহে মদ্যপেয়ীদের নেশা চাপাওজন। যার জেরে মদের নামে বিস মদই তাদের পেটে ঢুকেছে। বৃহস্পতিবার থেকে বিজয়পুর, গোপালগঞ্জ ও চম্পারণ এলাকা থেকে একের পর এক মৃত্যুর খবর আসছে। এই তিনটি এলাকাতেই এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৮ জনের। মুজফফরপুরের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩। পশ্চিম চম্পারণে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি আরও সাতজন। গোপালগঞ্জে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। বিস মদ কাণ্ডে যুক্তদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে বিহার প্রাসাদ। এদিকে বিষমদ কাণ্ড নিয়ে বিহারের রাজনৈতিক চাপানউতোরও তুঙ্গে। সে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আজেবির নেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছেন, বিহারে মদ নিষিদ্ধ করতে সম্পূর্ণ বার্থ নীতীশ সরকার। রাতের অন্ধকার রমরমিয়ে চলছে মদের ব্যবসা। এদিকে সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দাবি, “এই ঘটনার তদন্ত চলছে। যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি মদবিরোধী প্রচারও চলবে।”

ওয়ানার ঝড়ে বিপর্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপের বিদায়ী ম্যাচেই অবসর ব্রাভোর

দুবাই, ৬ নভেম্বর। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের তারকাদের তালিকা তৈরি করলে ডোয়েন ব্রাভোর নাম উপরের দিকেই থাকবে। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানেন সেই ব্রাভো। তবে দু'বার টি-২০ বিশ্বজয়ী দলের সদস্যের

আজ হ্যান্ডবলের নির্বাচনি শিবির

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ ৫০-তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ৫০-তম জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। আসর হবে হরিয়ানার সিরসাতে। আসরে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরা। এই লক্ষ্যে আগামীকাল সকাল ১১টায় উমাকান্ত হ্যান্ডবল মাঠে একটি নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল আসরে সচিব লিটন রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিপ্রা ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে বৈঠক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ খুমলুঙ-র প্রধান প্রশাসনিক নতুন ভবনের মিলনায়তনে এডিসি-র উদ্যোগে তিপ্রা ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ২২ ও ২৪ নভেম্বর প্রতিযোগিতার দুইটি কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ ও ২৭ নভেম্বর হবে সেমিফাইনাল। এছাড়া ৩০ নভেম্বর খুমলুঙ-এ হবে ফাইনাল ম্যাচ। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ হয়েছে। প্রতিটি জোনালের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ার্টার ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতাকে সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এদিনের বৈঠকে একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্ম। এছাড়া মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্য নির্বাহী সদস্যরা এই কমিটিতে রয়েছেন। এছাড়া মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়া, সিআরপিএফ-র ৭১ নং ব্যাটেলিয়নের কর্মান্তে রামপ্রান্ত এই কমিটিতে রয়েছেন। এদিনের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন উপ-মুখ্য নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্ম। এছাড়া ছিলেন পূর্ত দফতরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্ম, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্ম, এডিসিসি অনন্ত দেববর্ম, গণেশ দেববর্ম,

●এরপর দুইয়ের পাতায়



হয়তো একটিই আক্ষেপ রয়ে গেল। শেষ ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখা হল না তাঁর। অস্টেলিয়ার কাছে হেরে এবারের মতো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন তাঁরা। অন্যদিকে সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা আরও চওড়া হল অজিবাহিনীর। তবে শুধু

ব্রাভো নন, ম্যাচ শুরুই আগে জানা যায় জিস গেইলও নাকি আজাই শেষবারের মতো দেশের জার্সিতে খেলতে নামছেন। তাঁর তরফ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও এদিনের ম্যাচের শেষটায় সকলে মাতলেন ছোট ফরম্যাটের

দুই দুর্দান্ত তারকাকে নিয়েই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল তো বটেই ওয়ানাররাও ব্রাভো ও গেইলকে দিলেন গার্ড অফ অনার। চ্যাম্পিয়ন ডাল করতেও দেখা গেল ব্রাভোকে। দর্শকদের দিকে টুপি ছুঁড়ে দিলেন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির প্রাথমিক দলে ৩৪ ক্রিকেটার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ অন্যান্য ঘরোয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে বিসিসিআই এখনও বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি। যে কোন সময় হয়তো ঘোষণা করতে পারে। সেই লক্ষ্যে টিসিএ-র প্রস্তুতি চলছে। এদিন প্রথম দফার বাছাই পর্ব সম্পন্ন হলো। মোট ৩৪ জন ক্রিকেটারকে পরবর্তী নির্বাচনি শিবিরের জন্য বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আগামী ৯ নভেম্বর দুপুর দুইটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলো—শ্রাবণ গোস্বামী, রাহুল সুব্রধর, সন্ডাট দাস, অভিরাজ বিশ্বাস, দেবাণ্ড দত্ত,

কমল্লোল মজুমদার, দেবজিৎ সাহা, শশীকান্ত বিন, স্পর্শ দেববর্মী, সৌমিত্র কর্মকার, কৃশ ঘোষ, ধৃতিমান নন্দী, তীর্থরাজ দেবনাথ, আয়ুষ আলম, ওমর দেবনাথ, অর্কদ্যুতি দেব, রোহন বিশ্বাস, সৌরদীপ দত্ত, অভিনব দেবনাথ, বিজয় সেন, দেবরাজ সরকার, দীপঙ্কর ভট্টনগর, জুয়েল দাস, রাকেশ রুদ্রপাল, মণি ত্রিপুরা, সুমিত রায়, অর্কজিৎ পাল, দেবজিৎ দত্ত, অনুকূল চন্দ্র দেব, সান্ত্বিক দত্ত, সৌম্যজ্যোতি সিনহা, দীপজয় দেব, তনয় মণ্ডল, সৌরভ সাহা। ক্রিকেটপ্রেমীদের বক্তব্য হলো, এই ৩৪ জনের মধ্যে কয়েক জন হয়তো বয়সের কারণে বাতিল হয়ে যাবে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের আধারকার্ডের

মাধ্যমে যাতে তাদের বয়স যাচাই করা হয় এই আবেদন জানিয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের তরফে। কারণ কিছুদিন আগে বয়সজনিত কারণে রীতিমত ল্যাজে-দোবারে হয়েছে টিসিএ। ১২ জন ক্রিকেটারকে সরে যেতে হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে আর তৈরি না হয় এই বিষয়টাই এখন নিশ্চিত করতে হবে টিসিএ-কে। এদিকে, এই ৩৪ জন ক্রিকেটারের জন্য ৫ জন কোচ থাকবে। তারা হলো—সুজিত রায়, জয়ন্ত দেবনাথ, নারায়ণ চন্দ্র দেব, লীঘুৎ দেব, ধনঞ্জয় দে। তিন ট্রেনার হলেন—শহিদুল হোসেন, অচিন্ত্য চক্রবর্তী এবং অজয় পাল। টিসিএ-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা এই প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছেন।

টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে স্থানীয়রাই উজ্জ্বল ভূমিকায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা দেখা যাচ্ছে। টানা তিনটি ম্যাচে জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। ঘটনা হলো, এই তিন জয়ের ক্ষেত্রে সিংহভাগ অবদান স্থানীয় ক্রিকেটারদের। তিন ভিন্নরাজ্যের বাতিল পেশাদার ক্রিকেটারের মধ্যে এক জন প্রথম ম্যাচের পর আর মাঠেই নামেনি। যাকে দলনায়ক করা হয়েছে সেই পনন প্রথম দুই ম্যাচে শোচনীয় ব্যর্থ। অথচ ওয়ানডাউন জায়গাটা সে কাউকে ছাড়তে রাজি নন। তৃতীয় ম্যাচে অর্ধ শতরান করেছে ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ কৃতিত্ব কেউ দেখেছে না। কারণ ক্রিকেটে এমনটা হয়েছে থাকে। টানা ব্যর্থ হওয়া ক্রিকেটার যদি সুযোগ পেতেই থাকে তখন তার মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয় যে, ব্যর্থ হলেও তাকে বাদ দেওয়া হবে না। ফলে তার মধ্যে তৈরি হয় একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে দুই-একটি ভালো ইনিংস

খেলা কঠিন নয়। আরও এক পেশাদার রাহিল শাহ। প্রথম ম্যাচে ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচেও বিশেষ পাত্তা পায়নি। তৃতীয় ম্যাচে ২টি উইকেট পেয়েছে। তবে ব্যাটসম্যানরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছেছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। পবন বা রাহিল শাহ পেয়েছেন। মণিশংকর প্রতীতি ম্যাচেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। বিক্রম দাস ইতিমধ্যেই দুইটি অর্ধ শতরান করে নিয়েছে। ব্যাটিং কিংবা বোলিং ক্রিকেটের প্রতিটি ম্যাচেই নিজেকে চেনাচ্ছে শংকর পাল। জীবনের সেবা ইনিংস খেলে ফেলেছে রজত। এদের পারফরম্যান্সেই ত্রিপুরা জয়ের হ্যাটটিক করেছে। তাই ক্রিকেটপ্রেমীরা চাইছে, স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট যাতে কোন রাস্তানিতি না করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা।

ক্রমশঃ বাড়ছে। রজত দে আগের ম্যাচে জীবনের সেবা ইনিংস খেলেছিল। ক্রিকেটপ্রেমীরা আশায় ছিল, হয়তো তাকে ওয়ানডাউনে তুলে আনা হবে। কারণ টানা কিছুটা ব্যতিক্রমী ভূমিকায় রাজ্যের সিনিয়র পুরুষদের ক্রিকেট দল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে টানা তিনটি ম্যাচ জিতে হ্যাটটিক করলো। সিকিম, মিজোরামের পর এবার মণিপুরকেও হারালো রাজ্য দল। গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সবকয়টি ম্যাচে পরাজ হওয়ার ফলে এবার শ্রেষ্ঠ গ্রুপে খেলতে হচ্ছে। ফের এলিট গ্রুপে উঠার লক্ষ্য। বলাইবাফুয়া, সেই লক্ষ্য পূরণে জোরদার গতিতে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। এদিন বিজওয়াড়ার মোলাপাদুর গোকোরাছু এসিএ ক্রিকেট মাঠে ত্রিপুরা ৫৫ রানে হারিয়ে দিলো মণিপুরকে। জিততে বিশেষ একটা বেগ পেতে হলো না রাজ্য দলকে। যদিও রাজ্য দলের টিম ম্যানেজমেন্টের কিছু উদ্দেশ্যহীন পদক্ষেপ রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের বিরক্ত করে তুলছে। মুস্তাক আলি ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারলে আইপিএল-র দরজা খুলতে পারে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র উচিত ছিল, স্থানীয় ক্রিকেটারদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া। রজত দে আগের ম্যাচে ৪৪ বলে ৮২ রানের একটি দ্রুত ইনিংস উপহার দিয়েছিল। অথচ এদিন তার ব্যাটই করা হলো না। কারণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও দলনায়ক তথা ভিন্নরাজ্যের কেবি পবন নিজের ওয়ানডাউনে জায়গাটা ছাড়লো না। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থতার পর এদিন অবশ্য রান পেয়েছে পবন। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের ধারণা, রজত-কে ওয়ানডাউনে পাঠানো হবে। ব্যাটিং অর্ডারে মণিশংকর-র এদিন প্রমোশন হয়েছে। সুযোগটা দারণভাবেই কাজে লাগিয়েছে মণিশংকর। এদিন টসে জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিক্রম দাস এবং অর্কপ্রভ সিনহা দলের হয়ে ওপেন করতে নামে। এদিনও পবন পালো না অর্কপ্রভ। মাত্র ৮ রান করে ফিরে যায়। এবার তার বিকল্পের চিন্তা করা উচিত। অপর ওপেনার বিক্রম দাস প্রথম ম্যাচে দ্রুত অর্ধ শতরান করেছিল। এদিনও তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো একটি বকবাক্য অর্ধ

সিনিয়র মহিলা ফুটবলের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ টানা চারটি পরাজয়ের পর অবশেষে পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে জয় পেলো মহিলা ক্রিকেট দল। অনুর্ধ্ব ১৯ দলও একটি ম্যাচে জয় পেয়েছিল। সিনিয়র মহিলা দলও একটি ম্যাচে জয় পেয়ে শহরে ফিরছে। দেবাদুনের তানুশ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠে ত্রিপুরা ও উইকেটে হারালো বাড়খণ্ডকে। বেশ লড়াই জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা। বল হাতে নিকিতা, প্রিয়াঙ্কা এবং ব্যাট হাতে রিভু, ইন্দ্ররানি, মৌচিতি-রা দলের জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয়। একটা সময় জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বেশ ভালো জায়গায় ছিল রাজ্যের মেয়রা। কিন্তু ঘটনা হলো, অন্যান্য রাজ্যগুলি যত দ্রুততার সাথে প্রতিভাবান ক্রিকেটার তুলে আনছে সেই কাজে ব্যর্থ ত্রিপুরা। মৌচিতি, ইন্দ্ররানি, রীতা, প্রিয়াঙ্কা, অমপূর্ণা, মৌচিতি-রা দশ বছরেরও বেশি সময়

শেষ ম্যাচে জয়ী মেয়েরা

ধরে খেলে চলছে। অজু জৈন-র হাতে তৈরি এই ক্রিকেটারদের বিকল্প এখনও পাওয়া যায়নি। রিভু, শিউলি, ঝুমকি, মামন-র মতো মাঝে মাঝে কেউ উঠে আসছে। কিন্তু সংখ্যাটা এতই কম যে ইন্দ্ররানি এবং রীতা-দের এখনও খেলে যেতে হচ্ছে। অথচ অন্যান্য রাজ্যগুলি মহিলা ক্রিকেটকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়। প্রতি বছরই দলগুলিতে নতুন প্রতিভার দেখা মিলে। অথচ ত্রিপুরা চলছে ঠিক উল্টো পথে। ফলে মহিলা দলের এই ব্যর্থতা মোটেই কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়। এটা ই তো হওয়ার কথা। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই এখন মহিলা ক্রিকেটে অনেক উন্নতি করেছে। অথচ ত্রিপুরা পাঁচ বছর আগে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ছে আছে। এই অবস্থায় একটি বা দুইটি সাম্মান্য জয় হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু সার্বিক সাফল্য আসে না। টানা চার পরাজয়ের পর শনিবার এমনই একটি জয় তুলে নিলো অমপূর্ণা-র

দল। টসে জিতে বাড়খণ্ড প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়খণ্ডের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান অনামিকা (০), রেশমি (২), সোনিয়া (০) দ্রুত বিদায় নেয়। ত্রিপুরার বোলাররা শুরুতে বেশ দাপট দেখালো। যোর বিপর্যয়ের মুখে বাড়খণ্ড ইনিংস সামাল দেয় দুর্গা এবং মমতা। মূলতঃ এই জুটি বাড়খণ্ডকে একটা লড়াই জায়গায় পৌঁছে দেয়। ৪৮-২ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে বাড়খণ্ড। দুর্গা ৪৯ এবং মমতা ৩৫ রান করে। ত্রিপুরার হয়ে নিকিতা ৪টি এবং প্রিয়াঙ্কা ৩টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা ৪৯-২ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছায়। ওপেনার ঝুমকি ৯ রানের বেশি করতে পারেনি। দ্বিতীয় উইকেটে মৌচিতি এবং ইন্দ্ররানি ত্রিপুরার ইনিংসের হাল ধরে। ইন্দ্ররানি ৩২ এবং মৌচিতি ২৮ রানে ফিরে যাওয়ার পর ত্রিপুরার

●এরপর দুইয়ের পাতায়

চণ্ডীগড় রওয়ানা হলো জুডো দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ আগামী ১০-১৩ নভেম্বর চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সাব-জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতা। এই লক্ষ্যে শনিবার রাজ্য দলের সদস্যরা রেলপথে চণ্ডীগড় রওয়ানা হয়েছে। (৩৫

মোট আট জন খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বালক এবং বালিক দুই বিভাগে রয়েছে দুই জন কোচ। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—ইশান দে (৩৫ কেজি), রংবল ত্রিপুরা (৫০ কেজি), মাধবী চক্রবর্তী (৩৬

কেজি), ঝুমা আন্তর (৪০ কেজি), রঞ্জিতা দাস (৪৪ কেজি), প্রীতি সিনহা (৪৮ কেজি), অনাসলিয়া রিয়াং (৫২ কেজি), যিশা চাকমা (৫৭ কেজি)। বালকদের কোচ প্রিয়লাল সাহা এবং বালিকাদের কোচ গীতা সিনহা।



জয়ের হ্যাটটিক করলো মণিশংকর-রা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ পরাজয়ের হ্যাটটিক দেখতেই অভ্যস্ত রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেখানে এবার কিছুটা ব্যতিক্রমী ভূমিকায় রাজ্যের সিনিয়র পুরুষদের ক্রিকেট দল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে টানা তিনটি ম্যাচ জিতে হ্যাটটিক করলো। সিকিম, মিজোরামের পর এবার মণিপুরকেও হারালো রাজ্য দল। গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সবকয়টি ম্যাচে পরাজ হওয়ার ফলে এবার শ্রেষ্ঠ গ্রুপে খেলতে হচ্ছে। ফের এলিট গ্রুপে উঠার লক্ষ্য। বলাইবাফুয়া, সেই লক্ষ্য পূরণে জোরদার গতিতে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। এদিন বিজওয়াড়ার মোলাপাদুর গোকোরাছু এসিএ ক্রিকেট মাঠে ত্রিপুরা ৫৫ রানে হারিয়ে দিলো মণিপুরকে। জিততে বিশেষ একটা বেগ পেতে হলো না রাজ্য দলকে। যদিও রাজ্য দলের টিম ম্যানেজমেন্টের কিছু উদ্দেশ্যহীন পদক্ষেপ রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের বিরক্ত করে তুলছে। মুস্তাক আলি ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারলে আইপিএল-র দরজা খুলতে পারে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র উচিত ছিল, স্থানীয় ক্রিকেটারদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া। রজত দে আগের ম্যাচে ৪৪ বলে ৮২ রানের একটি দ্রুত ইনিংস উপহার দিয়েছিল। অথচ এদিন তার ব্যাটই করা হলো না। কারণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও দলনায়ক তথা ভিন্নরাজ্যের কেবি পবন নিজের ওয়ানডাউনে জায়গাটা ছাড়লো না। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থতার পর এদিন অবশ্য রান পেয়েছে পবন। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের ধারণা, রজত-কে ওয়ানডাউনে পাঠানো হবে। ব্যাটিং অর্ডারে মণিশংকর-র এদিন প্রমোশন হয়েছে। সুযোগটা দারণভাবেই কাজে লাগিয়েছে মণিশংকর। এদিন টসে জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিক্রম দাস এবং অর্কপ্রভ সিনহা দলের হয়ে ওপেন করতে নামে। এদিনও পবন পালো না অর্কপ্রভ। মাত্র ৮ রান করে ফিরে যায়। এবার তার বিকল্পের চিন্তা করা উচিত। অপর ওপেনার বিক্রম দাস প্রথম ম্যাচে দ্রুত অর্ধ শতরান করেছিল। এদিনও তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো একটি বকবাক্য অর্ধ

শতরান। ৫১ বলে ৫৬ রান করলো বিক্রম। টানা ব্যর্থ হতে হতে এদিন রান পেলো পবন। ৩৫ রান করলো সে। তিন নম্বরে নামা মণিশংকর বাড়টা গতিতে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে করে, মণিশংকর যে মানের ব্যাটসম্যান তাতে তিন বা চার নম্বর তার উপযুক্ত জায়গা। সেখানে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় সাত বা আট নম্বরে। যখন ইনিংস প্রায় শেষের পথে। বেশি বল খেলারও সুযোগ হয় না। এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দুই বছর আগে শেষ রঞ্জি

ট্রফিতে দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছিল মণিশংকর মুড়াঙ্গি। অত্যা বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে সেভাবে কাজে লাগাতেই পারছে না। এদিন কিছুটা বোধ্যায় হয়েছে। মণিশংকরও দারণভাবেই সুযোগটা কাজে লাগালো। মাত্র ১৩ বলে ৩৪ রানের একটি ঝড়ো ইনিংস খেলে ত্রিপুরাকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান করে ত্রিপুরা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২০ নভেম্বর চণ্ডীগড় মাঠে ত্রিপুরা খেলবে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে।

থেমে যায় মণিপুরের ইনিংস। দলের হয়ে জনসন ৪৩ এবং করণজিৎ ৩৫ রান করে। ত্রিপুরার হয়ে সেরা বোলিং করলো অজিত আলি। প্রথম ম্যাচে (৪৮ কেজি) ও উইকেটের পর এদিনও নিলো ৩টি উইকেট। তিন ম্যাচে তার সংগ্রহ ১০টি উইকেট। এদিন উইকেটের মুখ দেখলো পেশাদার রাহিল শাহ। পেলো ২টি উইকেট। মণিশংকর-র দলে যায় ১ উইকেট। ৫৫ রানে জয় পায় ত্রিপুরা। আগামী ৮ নভেম্বর চণ্ডীগড় মাঠে ত্রিপুরা খেলবে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে।

টিএফএ-র ঘাটতি বাজেটেও ক্লাবগুলির শেয়ার মানি নেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বরঃ এতদিন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘাটতি বাজেট পেশ করতে দেখা গেছে। এবার ত্রিপুরায় স্থাপিত এক ক্রীড়া সংস্থার তরফে ঘাটতি বাজেট পেশ করতে দেখা গেলো। রাজ্যের এই স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থার নাম ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ওরফে টিএফএ। ২০২১-২২ ফুটবল সিজন উপলক্ষে টিএফএ-র ফিন্যান্স কমিটি যে বাজেট করেছে তা ঘাটতি বাজেট। এই ঘাটতি বাজেটের মূল কথা হলো, যত টাকা আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্থাপিত ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চে

৮ বছর পর শিক্ষকদের বিএড চাইলো দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। চাকরিতে ৮ বছর পূর্ণ করার পরও সরকার অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের চার শিক্ষক নিয়মিত বেতনক্রম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হবে না বলেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলো শিক্ষা দফতর। বিএড'র অজুহাত দেখিয়ে ২০১৩ সালে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করা হয়নি। এনিয়মিত হতাশায় ভেঙে পড়ছেন সরকার অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকরা। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরও শিক্ষা সচিব সৌম্য গুপ্ত নাকি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ নিয়ে ফাইল আটকে দিয়েছেন। অথচ একই পদ্ধতিতে চার মাস আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হয়ে গেছে। আগরতলায় এক অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষিকা স্পেশাল বিএড করেও নিয়মিত বেতনক্রম পেয়ে গেছেন। অথচ

বঞ্চিত রাখা হয়েছে চারজনকেই। স্পেশাল বিএড-এ শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন। অথচ এই সুবিধা দেখিয়ে বেসাইনিভাবে এক শিক্ষিকাকে নিয়মিত করে দেওয়া হয়েছে। এই বছরের ৮ জুলাই বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রণ অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলির ২৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ফিল্ড পে থেকে নিয়মিত করার অনুমোদন দেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ৭ থেকে ৮ বছর চাকরি করে নিয়মে। অথচ এই শিক্ষকদের এই বছরের ৩১ মার্চ থেকে নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়। এসবের পরও বঞ্চনার শিকার হলেন সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে চাকরি করা চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের সঙ্গেই নিযুক্ত দুই শিক্ষককে ২০১৯ সালের মার্চেই নিয়মিত করা হয়েছিল। এই শিক্ষকদের ডিএলএড করানো ছিল। নিয়মিত

করার ফাইলে স্বাক্ষর করেছিলেন বর্তমান শিক্ষা সচিব সৌম্য গুপ্ত। তিনি নিয়মিতকরণের বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের নির্দেশে নিয়মিত করার ফাইলে আবার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশকে এক স্বাক্ষরে হওয়া দুইজনকে আবার কিভাবে ফিল্ড পে'তে নেওয়া যাবে? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে রাজ্য সরকার এনসিটি'র নির্দেশিকা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে ২০১৫ সালে। এরপর কিভাবে শিক্ষা সচিব ২০১৫ সালের নিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে পারেন? নিয়োগপত্রে কোথাও লেখা ছিল না নিয়মিত হতে গেলে ডিএলএড

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

স্ট্রী'র মদতে স্বামীকে খুন করে মাটি চাপা!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর / বিশালগড়, ৬ নভেম্বর।। ১৩দিন পর অবশেষে হিশি মিললো নির্খোজ যুবকের। তবে শনিবার রাতে নির্খোজ যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করতে পেরেছে বিশালগড় এবং কলমচৌড়া থানার পুলিশ। গত ২৫ অক্টোবর বিশালগড় দুর্গাপুর এলাকার ফার্নিচার ব্যবসায়ী নোতন দাস রহস্যজনকভাবে নির্খোজ হয়েছিলেন। তার পরিবারের তরফ থেকে পরদিনই বিশালগড় থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। গত ২৬ অক্টোবর রাতেই বঙ্গনগর বন দফতর সংলগ্ন এলাকায় নোটন দাসের রক্তমাখা বাইক উদ্ধার হয়েছিল। তখনই যুবকের পরিবারের সদস্যরা আশঙ্কা করেছিলেন হয়তো তাদের ছেলের

সাথে কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু তারা হয়তো বুঝতে পারেননি নিকট আত্মীয়ের হাতেই খুন হয়েছেন নোটন। মৃত যুবকের আত্মীয় তথা বঙ্গনগর বাগবের এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দাসকে এদিন আটক করা হয়। পুলিশ তার আগেই মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে জানতে পেরেছিল নোটন দাসের স্ত্রী সোনালী দাসের সাথে অভিজিৎ-এর প্রতিনিয়ত যোগাযোগ হচ্ছে। সেই সন্দেহে তারা নোটন দাসের স্ত্রী এবং অভিজিৎ দাসকে থানায় তুলে নিয়ে আসে। দু'জনকে দফায় দফায় জেরা করা হয়। নোটন দাসের স্ত্রী নাকি পুলিশের জেরায় ভেঙে পড়ে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অভিজিৎ-ই ঘটনার মাস্টার মাইন্ড। পরে অভিজিৎ-কেও চাপ দেওয়ার পর

সে স্বীকার করে নেয় গত ২৫ অক্টোবর রাতেই মদ্যপানের পর নোটন দাসকে খুন করে বঙ্গনগরের গভীর জঙ্গলে মাটি চাপা দিয়েছে। সেই মোতাবেক কলমচৌড়া এবং বিশালগড় থানার যৌথ পুলিশ বাহিনী অভিজিৎ-কে সাথে নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করতে ছুটে যায় ডেলানিয়া এলাকায়। মূল সড়ক থেকে কম করে ৪ কিলোমিটার ভেতরে গভীর জঙ্গলে নোটন দাসের মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। অভিজিৎ দাস নিজেই গুই জায়গাটি পুলিশকে দেখিয়েছে। পরবর্তী সময় তাকে দিয়েই মাটি খুঁড়িয়ে নোটন দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের জেরায় অভিজিৎ জানিয়েছে, মদ্যপানের পর নোটনের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে ছিল সে। লাঠির আঘাতে নোটন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী নিজের গাভী বাগান থেকে একটি দা নিয়ে আসে অভিজিৎ। সেই দা দিয়ে নোটন দাসের গলায় আঘাত করে। যার ফলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এদিন উদ্ধারকৃত মৃতদেহ বঙ্গনগর হাসপাতালে রাখা হয়েছে। রবিবার ময়নাতদন্তের পর তার মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিকে অভিযুক্ত সোনালী দাসকে আটক করে রাখা হয়েছে বিশালগড় মহিলা থানায়।

রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ১২টি দোকান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ নভেম্বর।। রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে দিন-দুপুরে ভস্মীভূত হয়ে যায় ১২টি দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকার উপরে। শনিবার দুপুর আনুমানিক সোয়া দুইটা নাগাদ ধর্মনগরের পল্লপূর এলাকায় এই ঘটনা। এলাকাবাসী প্রথমে একটি দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখতে পান। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানেও। সব মিলিয়ে মোট ১২টি দোকান অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যার মধ্যে কম্পিউটার, মুদি সামগ্রী, ডেকোরেটর সামগ্রী-সহ বিভিন্ন দোকান রয়েছে। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পর পর তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভায়। এলাকাবাসীও আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যদি সঠিক সময়ে আগুন নেভানো সম্ভব না হতো তাহলে দোকানগুলির পেছনের বাড়িঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এলাকাটি খুবই ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা দিছে স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গোটা এলাকায় হইচই পড়ে যায়। দীপাবলির ঠিক পরে এই ধরনের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১২ জন ব্যবসায়ীর মাথায় হাত পড়েছে। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আগুন লাগার পেছনে কারণ কি ছিল? কেউ বলছেন, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট, কেউ আবার আশঙ্কা করছেন এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। আদৌ আগুন লাগার কারণ কখনও বেরিয়ে আসবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। গোটা এলাকার মানুষ এই ঘটনায় স্তম্ভিত।

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ নভেম্বর।। খেলতে খেলতে দেড় বছরের শিশু কখন প্রতিবেশীর পুকুরে পড়ে গিয়েছে তা কেউই টের পাননি। কিন্তু যতক্ষণে তারা বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপরও দৌড়ঝাঁপ করে শিশুটিকে উদ্ধারের পর সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনও শিশুটি জীবিত ছিল। তাকে মেলাঘর হাসপাতালে রেফার করা হলেও শেষ পর্যন্ত প্রাণ রক্ষা হয়নি। মেলাঘর হাসপাতালে যাওয়ার পথেই সোনামুড়ার আডালিয়া ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সেলিম খন্দকারের দেড় বছরের ছেলে মাহমুদ খন্দকার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর শিশুটিকে দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, এদিন সকালে শিশুটি বাড়িতেই খেলাধুলা করছিল। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের অজান্তে সে পার্শ্ববর্তী পুকুরে চলে যায়। কিছু সময় পর শিশুর মা সন্তানকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখা যায় শিশুটি জলে ভাসছে। তড়িঘড়ি তারা শিশুকে উদ্ধার করলেও তার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

রহস্যমৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। মানিক দাস নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় রহস্যের দানা বেঁধেছে। ঘটনা জরিৎ ৭৯ এলাকায়। জানা গেছে, নিজ বাড়িতে থাকতেন না মানিক। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত মানিক থাকতেন স্ত্রীর বাড়ি। তাকে বাড়িতে থাকতে দিতো না। কিন্তু স্ত্রীর বোনের বাড়িতে থাকলেও সেখানে ভালো ছিলেন না মানিক। অভিযোগ, মানিকের উপর নির্ভরত চলতো। অবশেষে অভিমানে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো মানিক। এমনই দাবি প্রতিবেশীদের। পুলিশ তদন্ত করছে।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৭,৫০০
ভরি : ৫৫,৪১৬

দোকান ঘর ভাড়া
বিগবাজারের সন্নিকটে দোতলায় এক রুম বিশিষ্ট দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া হবে।
— যোগাযোগ : —
Mob - 9862205488
9366832040

বাড়ি বিক্রয়
বিলোনিয়া সিনেমাহলের নিকট বাঁশপাড়া কলোনিতে ৪ (চার) গণ্ডা বসতবাড়ি বিক্রয় করা হইবে।
— যোগাযোগ : —
Mob - 8787444179
8974739020

বাড়ি সহ জায়গা বিক্রয়
উদয়পুর রাজারবাগ মেইন রোডের সঙ্গে চার রুমের ঘর ও পুকুর বাড়ি সহ দেড় কানির মতো জায়গা একত্রে বিক্রয় হবে। সঙ্গে জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।
— যোগাযোগ : —
Mob - 8787580285

গণধোলাইয়ে গরু চোরের মৃত্যু, চাঞ্চল্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৬ নভেম্বর।। সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে চোরের দল প্রতিনিয়ত এপারে প্রবেশ করছে। শুক্রবার গভীর রাতের একটি ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা যতই কঠোর হোক না কেন এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ বন্ধ নেই। বাংলাদেশ থেকে আসা তিন জন চোর সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়তের নৈং ওয়ার্ডে আসে গরু চুরির উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকাবাসী। অভিযুক্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলা

হয় সেখানেই। পুলিশ পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। এলাকাবাসীর দাবি মৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক। তার সাথে আরও দু'জন চুরি করতে আসলেও তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। চোরদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন লিটন পাল নামে জনৈক ব্যক্তি। দা দিয়ে এক চোর লিটন পালের মাথায় আঘাত করে। তবে সৌভাগ্যবশত দায়ের আঘাত লাগে লিটন পালের কানে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তিনি

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

মৃত্যুর সংখ্যা ১১২



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। প্রয়াত হলেন আরও এক ১০৩২৩'র স্নাতক শিক্ষক। শনিবার তাদের তিনটা নাগাদ জিবিবি হাসপাতালে আনার পথেই মারা গেছেন রতন দাস নামে ৫১ বছরের এই শিক্ষক। তার বাড়ি ইন্দ্রনগরের লাড্ডু

চৌমুহনি এলাকায়। রতনকে নিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১১২জনে। তার মৃত্যুর খবরে এই শিক্ষকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতা কমল দের জানিয়েছেন, রতন পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। চাকরি হারানোর পর থেকে দৃষ্টান্তীয় ভুগছিলেন। তিনি লংতরাইভালি মহকুমায় ধুমুছাড়ার বিনন্দ দেববর্মা পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরি করতেন। চাকরি হারানোর পর থেকেই হতাশায় ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত হারোগো আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এদিন বটতলা

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

বিক্রয়	ঘর ভাড়া
এখানে পুরাতন দরজা, জানালা, ইট, কাঠ, চিপস্, রাবিশ বিক্রয় হয়। — যোগাযোগ : — শিবশক্তি কেইং সেন্টার Mob - 8413987741 9051811933 বিঃদ্রঃ পুরাতন বিস্কিট্রয় করে ভেঙ্গে নিয়ে যাই।	দৈনিক সংবাদ প্রিকা অফিসের নিকটে এটাচ দুইটি লেট্রিন, বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং সহ তিন রুমের নিচ তলায় পরিবারের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। — যোগাযোগ : — Mob - 9436581368 7005334158

আরোগ্য

The Complete Homoeo Health Solution

আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র "আরোগ্য"।

Call or Whpts : 9612721087 / 6909988137
Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala,
Website : www.aroghyahomoeo.com

বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।
100% safe and secure 100% Harbal

+ চক্ষু চিকিৎসা +

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant,
LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন।
ক্লিনিক : কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে।
সময় : সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
রবিবার : সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা
ঃ যোগাযোগ : ঃ
8583948238, 9436124910, 0381-2324435

Indian Institute of Management Education
Kalyani, Near Kali Mandir, Dhaleswar
9862212413 / 9402121144
Scholarship Courses (V-XII)
Math Olympiad Science Olympiad
NTSE KVPY
Foundation Courses (V-X)
JEE Foundation NEET Foundation
Admission only after satisfactory **FREE DEMO CLASS**
Free Mock Test (Board)
2 Tests / Week till Xth & XIIth Board Term 1

NIOS / COMPUTER / SPOKEN

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরিজীবী VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট / বড়দের Short Time এবং Long time computer, Spoken English কোর্সে ভর্তি চলছে।
Contact : **Popular Computer Academy**
Joynagar Bus stand
Agartala, West Tripura
Ph: 7005605004 / 9774349322

পাত্রী চাই

পাত্রী লক্ষর 40+, কন্যা রাশি, নরগণ, কাশ্যপ গোত্র, বিটেক পাশ, নিজস্ব ব্যবসা। শহরের উপকণ্ঠে নিজস্ব বসতবাড়ি। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। সংসদী, নিরামিষাশী। এরূপ পাত্রের জন্য লক্ষর ঘরোয়া, নশ্র, ভদ্র, শান্ত, স্নাতক পাত্রী চাই। সংসদী ও নিরামিষাশী অগ্রগণ্য।
—ঃ যোগাযোগ :ঃ—
Mob - 7005747520

বিখ্যাত রিউম্যাটোলজিস্ট / বাত রোগ বিশেষজ্ঞ
এখন আগরতলায়
Dr Ankit Patawari
MD, DM - Clinical Immunology and Rheumatology (IPGMR)
Consultant Rheumatologist Nemcare Hospital, Guwahati Apollo Hospital, Guwahati

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। প্রয়াত হলেন আরও এক ১০৩২৩'র স্নাতক শিক্ষক। শনিবার তাদের তিনটা নাগাদ জিবিবি হাসপাতালে আনার পথেই মারা গেছেন রতন দাস নামে ৫১ বছরের এই শিক্ষক। তার বাড়ি ইন্দ্রনগরের লাড্ডু

Health Well Pharmacy
Srinagar, TV Center,
Opposite Police Hospital
তারিখ : ১৪-১১-২০২১ ইং (রবিবার)
Contact 7055566101/9862814681

চিকিৎসা সংবাদ

কোলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত সিনিয়র গ্যাস্ট্রো-এন্টারোলোজিস্ট ও হেপাটোলোজিস্ট ডঃ অর্পবর্ষাভা (ডি.এম. (গ্যাস্ট্রো), AIIMS) আগামী ২০, ২১ ও ২২ শে নভেম্বর, ২০২১।
দুর্গা চৌমুহনিস্থিত সাহা মেডিক্যাল হল-এ ফ্যাটি লিভার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, হেপাটাইটিস B.C.A ও পেটের যেকোন সমস্যা জনিত রোগী দেখিবেন।
অগ্রিম বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন।
Mob - 9089273691 / 7005306369

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : Office lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

EDU-GUIDE COACHING CENTRE
A Guidance for your Bright Future

NURSING
Indian Nursing Council & State Nursing Council Recognize

ANM GNM B.Sc. P.B.Sc M.Sc

PARAMEDICAL DMLT, Optometry, X-ray, Dental Mech
D. PHARMA B. PHARMA PCI Approved College
Admission OPEN

স্বল্প খরচে ডাক্তার হবার স্বপ্ন পূরণ!
Bank Loan ST/SC/OBC Scholarship
NEET Qualified Students (INDIA & ABROAD)
In Govt. Pvt. Medical Colleges Recognized by MCI, WHO, USMLE, AMC, UNESCO
MBA | BBA | ITI কোর্সে পেরে চাকরির সুযোগ।
National Institute of Open Schooling
NIOS থেকে প্রতিটি বিষয়ে ৬০%-৭০% নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার সুযোগ!
Q8258916644 Q 8257909196
Head Office : Ramnagar, Road No - 4, Agartala Tripura (W)
Branch : Khowai - 9862143638, Udaipur - 7005318325

CHAIR BAZAAR
Retail & Wholesale
BAPPIRAJ FURNITURE
Head Office : Near Old Central Jail, Agartala | Branches : Math Chowmuhani, Indranagar & Udaipur | 9436940366
SUNDAY OPEN Now we are open at CHANBAN, UDAIPUR